কুলীন কুলসর্ব্বস্ব

নাটক।

দ্বিতীয় [illegible]

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম

প্রণীত।

কলিকাতা।

…ন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ্
যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সম্বৎ ১৯১১।

আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং অনু-
মান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব মহা-
মার প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে দেন,
আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

এই নাটক ষড়্ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুল-
পালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহা-
নুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার
সূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে,
কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে,
শুক্র বিক্রয়ির দোষোদঘোষণ। পঞ্চমে, নানা
রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরি-
দেবন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্ব্বাহ ও গ্রন্থ সমাপ্তি।
এই রীতি ক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে,
ইহা কেবল রহস্য জনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ
বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া
তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায়
বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্
অবগত হওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে প্রা-
র্থনা সজ্জনগণ সমীপে ইহা আদরণীয় হয়,
তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

কুলপালক......	প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ।
কুলধন	কুলপালকের প্রতিবাসী।
শুভাচার্য্য	ঘটক।
সুধীর	
অনৃতাচার্য্য ..	
গ্রহাচার্য্য........	গ্রহবিপ্র।
ব্রাহ্মণী...........	কুলপালকের স্ত্রী।
জাহ্নবী	কুলপালকের কন্যা।
শাম্ভবী	
কামিনী......	
কিশোরী	
রসিকা	নাপিত স্ত্রী।
দেবল	পূজক ব্রাহ্মণ।
মোহিনী প্রভৃতি ১১	প্রতিবাসি কুলীন কামিনীগণ।
ভোলা	কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য, নীচ জাতি
ধর্ম্মশীল	পুরোহিত।
তর্কবাগীশ.......	ধর্ম্মশীলের ছাত্র।
অধর্ম্মরুচি	বৈদেশিক কুলীন ব্রাহ্মণ।
বিবাহ বণিক ..	
উত্তম...... ...	বিবাহ বণিকের ক্ষেত্রজ পুত্র।
উদর পরায়ণ....	বৈদিক ব্রাহ্মণ।
সুমতি	উদর পরায়ণের স্ত্রী।
শিশু	উদর পরায়ণের পুত্র।
ন্যায়ালঙ্কার	অধ্যাপক।
মাধবী.........	সুশিক্ষিতা কুলীন কন্যা।
মহিলা	কুলীন কন্যা।
বিরহি পঞ্চানন ..	মৃত পত্নীক বংশজ।
বিবাহ বাতুল....	অকৃত বিবাহ বংশজ।
অভব্য চন্দ্র......	বৈদেশিক ব্যক্তি।

জগদীশ্বরো

জয়তি।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক।

নান্দী*।

শিশু শশি শোভে ভালে, বপু বিভূষিত কালে,
গলে কালকূটের কালিমা।
রজত ভূধর শোভা, ভক্তজন মনোলোভা,
এরূপের দিতে নাহি সীমা॥
বাম ঊরূপরে বসি, অকলঙ্ক উমা শশী
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর।
নিতান্ত কিঙ্করজনে, কৃ বিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে ঙ্গাধর॥

অপর

কুলময়ী কুলারাধ্যা, কুলভক্ত জন বাধ্যা,
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।

---

* নাটকের প্রথমে ব্রাহ্মণাদির আশীর্ব্বাদ বাক্য।
আশীর্ব্বদন সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎপ্রবর্ত্ততে। দেবদ্বিজনৃপা- দ়ীনা' তস্মান্নান্দীতি সাস্মৃতা দর্পণঃ।

অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্ম্মূল,
সত্যকুল বৃদ্ধি বিধায়িনী ॥
কুলকাণ্ডে মনোমত, নিদ্রা যাও আর কত,
জাগো মাগো জগত সংসারে।
তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই,
পড়ে আমি অকুল পাথারে ॥

(কোন ব্রাহ্মণ এই নান্দী পাঠ করিয়া প্রস্থান করিলেন, অনন্তর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার। আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই একবার সভা দর্শন করি, (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আহা কি অপূর্ব্ব সভা, এ সভার শোভা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলে কাহার না অন্তরাত্মা নিতান্ত সন্তোষ সাগরে সন্তরণ করে। এই সভা অগণ্য গাম্ভীর্য্যৌদার্য্য ধৈর্য্যাদিগুণ মণ্ডিত পণ্ডিত জনে আকীর্ণ, এবং প্রভূততম বদান্য দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন অসামান্য ধনিগণে পরিপূর্ণ, অতএব এস্থানে আমার অজস্র-পরিশ্রম-শিক্ষিত সঙ্গীত শাস্ত্রের পরীক্ষা প্রদান একান্ত সমুচিত হইয়াছে, যেহেতু সজ্জন সমাজ মধ্যে অপরীক্ষিত বিদ্যা, অনগ্নি পরিশোধিত স্বুবর্ণ জাতির ন্যায়, নিতান্ত বিশ্বসনীয়া হয় না তন্নিমিত্ত তদ্বিষয়ে যত্ন করা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু এই রসভাব-তালাভিনয়-তাণ্ডব-পণ্ডিত-মণ্ডলী, এতন্মধ্যে কোন্ প্রস্তাবাধিকার

করিয়া স্বকীয় সংকল্প সিদ্ধ করি? (কিঞ্চিৎ চিন্তিতের ন্যায় ঊর্দ্ধবিলোকন করিয়া) হাঁ, স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে, পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গীত সামাজিকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব বর্ত্তমান কালীন বঙ্গদেশোৎসঙ্গবর্ত্তি সুরঙ্গ রঙ্গপুরস্থ কুণ্ডীনিবাসি যশোরাশি শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহোদয় মতানুসারি শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম কর্ত্তৃক সুমধুর সাধু ভাষায় রচিত যে "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামক রহস্যজনক অপূর্ব্ব নাটক-প্রবন্ধ তৎপ্রস্তাব ব্যাখ্যানে সমীহিত সিদ্ধ করিব, এক্ষণে প্রেয়সীকে আহ্বান করিয়া রঙ্গ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হই।

(নেপথ্যের* অভিমুখে অবলোকন করিয়া নটীর প্রতি)

প্রিয়ে যদি তোমার বেশ বিন্যাস হইয়া থাকে, ত্বরায় আইস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। আর্য্যপুত্র† এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা করুন্ কি করিব?

সূত্রধার। কান্তে এই সুচির-সম্ভোগ-সুখ-নিধান মদন-সামন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সময় সমাগত, এমত্ পরম মহোৎসব সময়ে নিরুৎসুকা হইয়া কোথা ছিলে, সজ্জন সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর।

---

* বেশ বিন্যাস গৃহ।

† নাটকে স্বামিসম্বোধন

নটী। যে আজ্ঞা। (গীতারম্ভ করিল)

"চুত মুকুল কুল, সঞ্চল দলি কুল,
গুণ২ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল, কলরব সংকুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতি নর্ত্তন, বিরস বিকর্ত্তন,
শুভ ঋতুরাজ সমাজে।
নব২ কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে"।

সূত্রধার। প্রিয়ে সাধু২, উত্তম সংগীত করিয়াছ, তোমার এই সুকণ্ঠ নির্গলিত, রাগ রাগিণী সংকলিত, রসভাব সম্ভারিত, মধুরতর সুসঙ্গীত শ্রবণে সমস্ত সামাজিক লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় একতানান্তঃকরণে রহিয়াছেন: ইঁহারা প্রথমত তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন, এক্ষণে তোমার অসামান্য সঙ্গীত নৈপুণ্য যে কিপর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিল তাহা বাক্‌পথাতীত॥

একেত কমল কলি, প্রফুল্ল হইলে অলি,
রূপ হেরি হরষিত হয়।
আবার যখন তায়, মকরন্দ গন্ধ পায়,
আনন্দের সীমা নাহি রয়॥

প্রেয়সি, দেখদেখ এই সভাসদ্‌গণের চিত্তচকোর তোমার শ্রীমুখচন্দ্র গলিত চন্দ্রিকারূপ মধুর গান সুধা পান করিয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পিপাসা প্রকাশ করিতেছে এসময়ে বিবাহ ব্যাপার ঘটিত "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামক নূতন নাটক প্রদর্শনামৃত দানে উহাকে তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

নটী। (বিবাহ শব্দ শ্রবণে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়, পুরুষের কি নিষ্ঠুর স্বভাব! স্নেহ কাহাকে বলে ইহারা কখনই জানে না, কেবল আপন সুখেই সদা সুখী। আমরা অবলা জাতি, অতি সরলা, আমার অন্তঃকরণ চিরদিনই চিন্তিত আছে যেহেতু আমার একটী মাত্র কুমারী, সে অতি সুকুমারী, বিশেষত বয়েস্‌ হইয়াছে। নাথ, দেখদেখি তুমি কি নিষ্ঠুর, তাহার বিবাহের কথাও একবার উল্লেখ কর না, কেবল আমোদপ্রমোদেই মগ্ন আছ, অতএব তোমারি রঙ্গরসের সময়, তুমিই নাটক লইয়া থাক।

সূত্রধার। (ঈষদ্ধাস্যমুখে) স্ত্রী জাতি অতি অবোধ। প্রিয়ে, চিরদিন চিন্তাকে সহচরী করিয়া সুখমুখাবলোকনে বিরত হইলে কি হইবে? শুভাদৃষ্ট ব্যতীত কদাচ কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না, বিশেষত বিবাহ কার্য্য, আমি তন্নিমিত্ত তৎপ্রতি প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, দেখি অদৃষ্টে কি হয়।

নটী। নাথ, তুমি কি আমাকে ভুলাইবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ?

সূত্রধার। না, না, প্রিয়ে, এমত্ কদাচ মনে করো না, আমি যথার্থ কহিতেছি

প্রেয়সি তোমাকে নাহি করি প্রতারণা।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি বিধির ঘটনা॥

(নেপথ্যস্থিত কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শ্রবণ করিয়া) সাধু ভরতপুত্র* সাধু, প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ ব্যতীত কখন বিবাহব্যাপার সমাধা হয় না।

নটী। নাথ কি বলিলে, অদৃষ্টে যাহা হয় বলিয়া চেষ্টা না করা কি পুরুষের কর্ম্ম ? ছি ! ছি ! তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি কহিতেছ ?

সূত্রধার। প্রিয়ে, তুমি অতিবুদ্ধিমতী, যথার্থ বলিয়াছ, এক্ষণে সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া দুহিতার হিতকার্য্যে বিহিত মন্ত্রণা করা উচিত। কিন্তু তাহা নিভৃতস্থানে কর্ত্তব্য যেহেতু মন্ত্রণা ষট্কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। ঐ দেখ ! কে এস্থানে আসিতেছে, অতএব চল নির্জ্জনে গিয়া মন্ত্রণা করি।

উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা†

---

* নট।

† প্রকৃত বিষয়ের উত্থাপিকা নটী সূত্রধারাদির উক্তি প্রত্যুক্তি।

নটী বিদূষকোবাপি পারিপার্শ্বিকএব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে। চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্ম্মিথঃ আমুখংতত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।

দর্পণঃ

[অনন্তর কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

কুলপালক। (স্বগত*) “বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধিরঘটনা” সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে। আমি বন্দ্য ঘটীয় কেশব চক্রবর্ত্তির সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যা দিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকুল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। দেখ, আমার সংসার রাজ-সংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখদেখি কি দৈব বিড়ম্বনা কিছুতেই মনস্তুষ্টি হইতেছে না; কন্যা ভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত-নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যা-পন করি। হায় কি ক্লেশ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন “হ্রস্বগৃহাঃ স্থূলপটা যব গোধূম শালিনঃ। প্রলয়েঽপিন সীদন্তি যদি কন্যা ন জায়তে” অর্থাৎ অনুচ্চগৃহ, স্থূল বস্ত্র, যব-গোধূমশালি গৃহির গৃহে যদি কন্যা না হয় তবে প্রলয়েও অবসাদ হয় না, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, কন্যা জন্মই গৃহস্থাশ্রমির অশেষ ক্লেশ দায়ক। বিশেষত অস্মাদৃশকুলীনসন্তান দিগের। প্রত্যুত দেখ বিধাতার কি বিড়ম্বনা! আমার গৃহে কন্যাচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন! এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎ পরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব? (প্রকাশে) আঃ পোড়া দেশীয়-দিগের কি দুরন্ত প্রথা! অতিমন্দং, এমন্ দেখিনাই।

---

* আপনা আপনি বলা।

অশ্রাব্যং খলুযদ্বস্তুতদিহ স্বগতং মতং দর্পণঃ।

[কুলধন মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

কুলধন। কে হে? বন্ধু না কি, এ রোদ্দুরের বেলা মেলা কি বক্‌চো হে, কেন এত রাগত কেন?

কুলপালক। বলি, তাই বলি ভাই তোমার দেশের খুরে দণ্ডবৎ, এমন্ দেশ কোথাও দেখি না।

কুলধন। যথার্থ ভাই, এদেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না; হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য।

কুলপালক। না, তা না হে।

কুলধন। তবে, দেশের প্রতি এত ত্যাক্ত কেন?

কুলপালক। আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কারু হয় না, সংসার করিতে হইলে সকলেরি কি সকল কর্ম্ম সময়ে হইয়া থাকে, কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না। তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভে২ বিবাহ দিব? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছে, ভাই তুমি বিবেচনা করদেখি সম-যোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি? কি এখন যারতারসঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?

কুলধন। হাঁঃ রেখেদেও তুমি দেশের কথা, এদেশে কেবল দ্বেষ বৈ নেই, কেন তোমার মেয়েরা তো বড়, বড় হয় নাই তাদের কতো বয়েস্ হয়েছে?

কুলপালক। বয়সের কথা কি বলিব ভাই, বয়স্ কোথা?

বড় কন্যার অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই; মধ্যমটীর সকল কেশও পক্ক হয় নাই ; তৃতীয় কন্যাও প্রায় মধ্যমটীর মত ; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে।

কুলধন। বিলক্ষণ, এত অল্প বয়েসে তুমি তাদের বে দিও না, দেশেল্লোকের কথায় কি করে ; আমারে অমনি নিন্দে কর্চ্চে ; আমার একটী মেয়ে, তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বল্‌চে, বলুক্, বেটারা কি কর্বে।

কুলপালক। তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই ?

কুলধন। বয়েস্ বড় অধিক নয়, সে দিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখিদেখি মেয়েটার বয়েস্ কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজি খানা জীর্ণ হএছে আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড়পিসীর বইসী।

কুলপালক। তা ভাই আমি তথাপি দেশীয় দিগের দ্বেষে ও ব্রাহ্মণীর আদেশে স্বয়ং পাত্রান্বেষণ করিতেছি এবং অনৃতাচার্য্য ও শুভাচার্য্য নামক দুই ঘটককে ঐ উদ্দেশে দেশেং প্রেরণ করিয়াছি ; তাঁহারা উপযুক্ত পাত্র, বরপাত্র পরীক্ষায় বিলক্ষণ পারগ ; কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট দোষে অদ্যাবধি তাঁহারাও প্রত্যাগত হইতেছেন না, অদ্য প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের অন্বেষণে পর্য্যটন করিতেছি। আঃ কি ক্লেশ ? সংসারাশ্রম মাদৃশব্যক্তির কেবল অবিশ্রাম দুঃখেরি স্থান। এই সং-

সার কালরাত্রিতে কতই দুঃখদুর্দ্দিন কিন্তু সুখখদ্যোত অতি অল্প। আমি অদ্য প্রাতঃকালাবধি ভ্রমণ করিয়া কি সামান্য পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়াছি?

কুলধন। চল ভাই এখন ঘরে যাওয়াযাউক, অনেক বেলা হয়েছে।

কুলপালক। (ঊর্দ্ধাবলোকন করিয়া,) একি মধ্যাহ্ণকাল উপস্থিত, সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণ অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়া প্রদান পাদপ তলে পল্লবশয্যায় শয়ান হইয়া সংবেশসুখ অনুভব করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবন-পাত-বিরহে সজ্জন-মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অব-স্থান করিতেছে। বরাহগণ পল্বলপঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে। কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমী-লিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে। ভিক্ষোপজীবি জীবিরা সাতিশয় বুভুক্ষায় ক্ষীণকায় ও ব্যগ্র হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে সঞ্চারণ করিতেছে। গৃহিগণ স্বস্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষুধা নিবারণোপায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুলবধূরা সুমধুর শাকসূপাপূপাদি নানাবিধ ভোজনীয় বস্তু প্রস্তুত করণে অন্তঃকরণ অর্পণ করিতেছে। অপ্র-বাসিরা ভোজনাবসানে সুখাসনে সমাসীন হইয়া কর্পূর-পুর-সুবাসিত তাম্বূল পূরিত মুখে সুখে পরিজন সহ আলাপন করিতেছে। প্রবাসিরা জঠরজ্বালায় ব্যাকুল

হইয়া দেহধারণমাত্রোপযোগি দ্রব্যের সংযোগ করি-তেছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে পয়ঃফেননিভ পর্য্যঙ্কোপরি পরিচারিকা করকলিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত আমীলিত লোচনে ঐশ্বর্য্যসুখ আস্বাদন করি-তেছে। অতএব এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি! গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করি অথবা এই ক্লেশ নিতান্ত অসহ্য নহে যেহেতু।

তপতু তপনএব ক্লেশলেশোপি নাস্মাদ্দহতু
চরণদেশে ভূমিরস্মাচ্চ কিম্বা। বিষমবিষয়
চিন্তাত্যন্তসন্তাপিতানাং প্রচুরমপি হি দুঃখং
বাহ্যমল্পং বিভাতি।

সূর্য্যের আতপে আর পৃথিবীর তাপে।
নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্তাপে॥
আন্তরিক চিন্তা সদা গ্রাস করে যারে।
বাহ্যদুঃখ তার আর কি করিতে পারে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

[শুভাচার্য্য ও সুধীরের প্রবেশ]

সুধীর। তার পর মহাশয় ?

শুভাচার্য্য। নিজাভীষ্ট নিষ্ণাত চেতা বিনেতা পুরাসীন্মহীপো মহানাদিশূরঃ। প্রতীচীদিশঃ পঞ্চ বিপ্রান্ সুধীরান্ সমানীতবান্ যঃ স্বয়ং যজ্ঞযোগ্যান্।

সেই আপন অভীষ্ট দেবাভিনিবিষ্টমনা আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চবিপ্রকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহারা সদারভৃত্য হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ আদিশূরের আজ্ঞানুসারে এই গৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরা বিস্তৃত হইলে বল্লাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন, যথা " শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ বংশজাত আদিবরাহ বন্দ্য ; কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ প্রসূত সুলোচন ভট্ট ; ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশোৎপন্ন ধুরন্ধর মুখয়টী ; সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ বংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গলী ও সুধীর কুন্দ ; বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশ সম্ভূত সুরভি ঘোষবাল, কবি কাঞ্জিলাল, ও রবিপুতিতণ্ড। এই অষ্টবিধ মুখ্যকুলীন এবং ঐ সকল গোত্রজাত ও ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ঐ সকল ব্যক্তির বংশ সম্ভূত গৌণ চতুর্দ্দশ প্রকার শ্রোত্রিয়, এই দ্বাবিংশতি প্রকার কুলীন : আর অন্যান্য কতিপয় শ্রোত্রিয় প্রথমত বল্লাল ভূপাল কর্ত্তৃক বিভক্ত হয়, পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বোক্ত মুখ্য অষ্টবিধ কুলীনদিগের ঊনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ

করেন, অনন্তর দেবীবর ফলিয়া, খড়দহ, বল্লবী, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি ষট্ ত্রিংশৎ মেল করিয়াছেন”।

[অনৃতাচার্য্যের প্রবেশ]

অনৃ। আঃ কে হা ও—এত বকে কেন? মাথা ধরিল যে।

সুধীর। ঘটক মহাশয়, পলায়ন করা উচিত, ঐ যে আসিতেছে!

শুভ। কে ও আসিতেছে?

সুধীর। আয়াতি জাতিকুলবিপ্লবধূমকেতুঃ সেতুর্বি-বাহঘটনাম্বুধিপারহেতুঃ। অর্থানিষার্থগনপেক্ষিত ধর্ম্ম-কর্ম্মা চূড়ামণির্বিতথবাগনৃতার্য্যশর্ম্মা।

আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি জলধির সেতু॥
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্ম্মকর্ম্মা।
চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অনৃতার্য্য শর্ম্মা॥

শুভ। আসিলই বা, তায় ক্ষতি কি?

অনৃ। আঃ গোবিন্দ২, কি কষ্ট, এই সাতিশয় আতপতাপে তাপিত ও পথিপরিশ্রান্ত হইয়া নিজ নিকে-তনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহারাবসানে শয়নমাত্রেই অতিমাত্র-পরিশ্রম-জনিত নিদ্রা আমার লোচন গ্রাহিণী হইয়াছে ইতিমধ্যে কাহার এই কর্ণকুহর-ভেদি কোলা-

হল রব? আমার অপক্ক নিদ্রা পরিত্যক্ত হইল! কস্ত্বং কে হে তুমি?

শুভ। আমি শুভাচার্য্য শর্ম্মা, রাঢ়দেশীয় ত্রিপুরাপুরে নিবাস, কলিকাতার ঘোষাল, সুগৃহীত নাম আর্য্য কুলাচার্য্যের পুত্র, পশোর সন্তান। আপনি কে?

অনৃ। অহং ঘটক; অনৃতাচার্য্য চূড়ামণি। তোমার পিতামহের নাম কি হে?

শুভ। মহাশয় আপনি ঘটক চূড়ামণি, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনিই বলুন।

অনৃ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুনিবে?—বাপুহে তোমার বংশাবলিতো আমার নয়নপথে রহিয়াছে, আমরা তেমন ঘটক নই, ফাকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন সত্য কি না?

শুভ। বলুন না, শুনা যাউক।

অনৃ। সেই কিনুরামের পুত্র হরিনাথ, হরির পুত্র মহেশচন্দ্র, মহেশের পুত্র নিমাইচরণ, নিমাইর পুত্র বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান; রামরামের পুত্র গোকুলচন্দ্র, তাঁহার পুত্র কেশব, শঙ্কর, ও গঙ্গাধর, তন্মধ্যে গঙ্গাধর নিঃসন্তান; শঙ্করের পুত্র শ্যামসুন্দর, তাহার পুত্র বৈদ্যনাথ, তিনিও নিঃসন্তান; অতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের বংশ নাই। কেশবের পুত্র হরিহর ও কবিবর, কবিবর মাতামহ সম্পর্কে গৌহাটীতে বাটী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র মাধবচন্দ্র তিনি ত্রিপুরাপুরে উঠিয়া যান, সেই মাধবের পাঁচ পুত্র—

শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসাচার্য্য, জ্ঞানাচার্য্য, ধর্ম্মাচার্য্য, ও কুশ-লাচার্য্য, সেই কুশলাচার্য্যই তোমার পিতামহ, কেমন হইয়াছে কি না? আমি কি জানি না "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামণ নাই" আমার অবিদিত কোন্ ঘর আছে?

শুভ। আপনকার পিতৃ ঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃ। আঁা, কি বল্যেছে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম।

শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনৃ। বড় মশা।

শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অনৃ। অধিক দিন হইল আমার পিতৃ ঠাকুরের পর-লোক হইয়াছে।

শুভ। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহলো-কের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

অনৃ। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি তবেতো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভ। কে আছহে—শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃ নামও বিস্মৃত হন! কিন্তু অন্যের পিতৃ পিতামহের নাম ইঁহার মুখাগ্রবর্ত্তি, সেসময়ে একটাও ঠেকেনা!

অনৃ। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? যাহা

আইসে একটা বলিলেই হয়। ভাল সেকথা থাকুক—তুমি কোন্ ব্যবসায়ী ?

শুভ। আমিও ঘটকতা করিয়া থাকি।

অনৃ। (সগর্ব্বে) হুঁ, তুমিও ঘটক ! ভাল ভাল, বল দেখি ঘটকের লক্ষণ কি ?

শুভ। আটক কি ? আপনকার নিকটে পরিচিত হওয়া উচিত বটে, তবে শুনুন।

ধাবকোভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকঃ স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ।

অনৃ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (শব্দে হাসিল)।

শুভ। মহাশয় পরিহাস করিবেন না, আর এক লক্ষণ কহিতেছি শুনুন।

কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বীমুর্ব্বী-
তলে কুলভৃতাং কুলবর্ত্তনংবা।
অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং জানন্তি
তে হি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ।

অনৃ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) একি, আঁ, গোবিন্দ২, কি বল ? কতগুলা বকিলেই কি হয় ? এতো হাড়িঝীচণ্ডীর পূজার মন্ত্র।

শুভ। (সবিষাদে) চূড়ামণি মহাশয়, কুলদীপিকাতে যাহা লিখিত আছে আমি কহিলাম আপনি অগ্রাহ্য করিলেন, ভাল আপনিই বলুন ঘটকের লক্ষণ কি ?

অনৃ। হাঁ, বাপুহে পথে আইস, আমার নিকটে শু-নিবে? শুন।

প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন,
ধর্ম্মাধর্ম্মে নাই বিচারণ।
নাপাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পটু,
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ।
বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট,
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।
বিবাদে নারদসম, মূর্ত্তিমান্ যেন তম,
হয় নর বল সুধীবর।

বেল্লিক পুরাণে মাত্লামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপুহে, এসকল জান্তে হয়, এসকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এসকল শিখিয়া ও এসকল গুণে ভূষিত হইয়াই "ঘটক চূড়ামণি" নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্ত্তকন্যা গালাএছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিবচক্রবর্ত্তির সন্তানে পদ্ম-রাজ দুহিতা ঘটাএছি; আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এসমস্ততো আমার শরীরের আভরণ। এই ১৩ই মাঘে খাড়ীবাটীর কচিরাম চক্রবর্ত্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদ্দক্ষিণ

পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ অপরূপ চাতুর্য্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘট-কালি দেখাও। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে?

শুভ। যাঁহার কুল আছে তাঁহাকেই কুলীন কহে, কুলের লক্ষণ শুনুন

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

অনু। আঃ কি আপদ্; না বাপু, আর তোমার বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, বুঝিয়াছি; তুমি কাহার নিকটে পড়িয়াছ? হা রাম, এতো বয়স্ হইল কিছুই কর নাই! গো-বিন্দ২, একি? বরং এটাও এক দিন বলিলে বলিতে পার যথা

বলদো লাঙ্গলং যৌলঃ কর্দ্দমং মইকর্ষণং। ছ্যাঁচা ক্ষেত্রং কোদালঞ্চ নবধা কাস্তে লক্ষণং।

ইহা কথঞ্চিৎ হইলেও হইতে পারে, ফলতঃ কুলের লক্ষণ জাতিভেদে বিভিন্ন, তন্মধ্যে বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই।

দাঁড়িয়া প্রস্রাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে,
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।

সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ, গায়ত্রীর আট্‌ক্যা বন্ধ,
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর ॥
মুখে সদা বেরিগুড, তুড়িদিয়া বলে হুট,
হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে।
বড় ভক্তি পাঁচালিতে, কে আঁটিবে বাচালিতে,
এই নয় গুণ লও গণে ॥

ওহে নূতন ঘটক শুনিলে, বুঝিয়াছ? না আমার বাগ্‌যুদ্ধে তোমার বুদ্ধির ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এক্ষণ যাও, ভাল লোকের নিকট কিছুকাল মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে ঘটকালি করো।

শুভ। (জনান্তিকে)* ওহে ভাই সুধীর, একি? উঃ, বেটা কি দাম্ভিক! বোধ হয় দম্ভই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর গমাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে! প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন "বৈয়াকরণকিরাতাদপশব্দমৃগাঃ ক্ক গচ্ছেয়ুঃ। যদি ঘটক চিকিৎসক বৈতালিক বদন কন্দরা ন স্যুঃ"॥ অর্থাৎ যদি ঘটক, ভিষক, ও স্তুতি পাঠকের মুখস্বরূপ গুহা না থাকিত তাহা হইলে বৈয়াকরণব্যাধ হইতে অশুদ্ধবাক্যস্বরূপ মৃগেরা কোথায় আর পলায়ন করিত? ফলতঃ ইহারাই সর্ব্বদা অশুদ্ধ কহিয়া থাকে। এই হস্তিমূর্খ, ইহার

* অলাপ্য জনের পরোক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংলাপ।
অন্যোন্যামন্ত্রণং যত্র জনান্তে তজ্জনান্তিকমিত্যালঙ্কারিকাঃ ॥

কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কহিলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রোষাদিদোষবসতেরসতঃ প্রচণ্ড সত্বস্য সর্ব্ব
বিনয়াম্বুমরুস্থলস্য। মূর্খস্য দুঃখকরদর্শনভাষ-
ণস্যক্রূরাত্মনো ইত্র ভুবনে কিমকার্য্যমস্তি॥

বিনয় জলের মরু, দুঃখ দানে কল্প তরু,
অসত অশেষ দোষ যার।
প্রচণ্ড স্বভাব ধারী, ক্রূর মূর্খ বলে তারি,
অকার্য্য কি আছে বল তার॥

অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত। (প্রকাশে) যে আজ্ঞা মহাশয়, এক্ষণ আমি আর কিঞ্চিৎ পাঠ করিতে যাই।

[সুধীর ও শুভাচার্য্যের প্রস্থান।

অনৃ। আঃ রাম বল আপদ্ গেল—নিষ্কণ্টক হইলাম অথবা আমি যে স্থানে থাকি সে স্থানে কি অন্যের আর প্রভুত্ব খাটে? এক্ষণ স্বকার্য্য সাধনে যত্ন করি। (পুরোভাগে অবলোকন করিয়া) হাঁ এই যে চিন্তিতান্তঃকরণে বন্দ্যোপাধ্যায় আসিতেছেন।

[কুলপালকের প্রবেশ]

কুল। (স্বগত) হা বিধে! আমার কি পূর্ব্ব জন্মার্জিত পুঞ্জ২ মহাপাতক ছিল? কি ক্লেশ! কত দিনে এদীনের প্রতি

দীননাথ দয়া করিবেন? কবে আমাকে চিন্তাবিহীনকরিবেন? শাস্ত্রে কথিত আছে "চিতাচিন্তাদ্বয়োর্ম্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তাদহতি জীবিনং"। অর্থাৎ চিতা ও চিন্তার মধ্যে চিন্তাই প্রধান যেহেতু চিতা জীবহীন মৃত ব্যক্তিকে দগ্ধ করে, কিন্তু চিন্তা সজীবকে দগ্ধ করিয়া থাকে। আর মনুষ্য দিগের চিন্তাই জ্বর, চিন্তাপেক্ষা ক্লেশদায়ক কেহই নয়। আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি, কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন? কবে কুলরক্ষা করিবেন? আমি, বহু দিন হইল, যে অঘটন-ঘটনা-পটু ঘটক দ্বয়কে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়া ছিলাম, তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি? (সম্মুখে দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে প্রকাশে) এই যে ঘটক চূড়ামণি মহাশয়—আসিতে আজ্ঞা হয়। মহাত্মব্যক্তির শরীর সর্ব্বদা স্বোপার্জ্জিত পুণ্যে পবিত্র, তাহাতে আধিব্যাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, তথাপি অনিন্দিত শিষ্টাচারানুসারে আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনরুক্ত নিযুক্ত করিতেছি—মহাশয়ের শরীরের কুশল?

অনৃ। হাঁ, তুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

কুল। আপনকার যে অসাধারণ স্নেহ আছে তাহাতেই বোধ হইতেছে আপনি আমার বিষয় বিস্মৃত না হইয়া থাকিবেন।

অনৃ। (স্বগত) আগে ঘটকালি বিদায়ের বাহুল্য স্বীকার করাই, কি আগেই সে সংবাদ দি? না, আগে ঘটকালিই চুকাই। (প্রকাশে) না, বিস্মৃত হইনাই, কন্যাদিগের দুরদৃষ্ট দোষই বিঘ্নজনক হইয়াছে। তোমার নিদেশানুসারে অশেষ দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিছুই করিতে পারিতেছি না, দেখি কি হয়।

কুল। (সবিষাদ মনে) তবে এক্ষণে উপায় কি? কন্যাদিগের কি বিবাহ হইবে না?

অনৃ। জগদীশ্বরের মনে থাকে অবশ্যই হইবে। আমি তোমার অনুরোধে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি, বিস্তর পর্য্যটনে এক পাত্র পাইয়াছিলাম, সে সর্ব্বগুণাক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে? সে আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সম্মুখীন করিয়াছি কিন্তু সে বড় কঠিন কর্ম্ম, ব্যয় বাহুল্য করিতে হয়। আর আমারও সাতিশয় আয়াস, অতএব তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? দেখা যাউক যাহা হয়।

কুল। কুলাচার্য্য মহাশয়, আমি আপনাকে একশত মুদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না। পাত্র কেমন, কৌলীন্য-মান্য কিপ্রকার, বলুন?

অনৃ। (সগর্ব্বে) কি? আমি যাহা স্থির করি তাহাতে আবার দোষের আশঙ্কা? বিষ্ণু ঠাকুরের বংশোৎপন্ন, পরম পবিত্র পাত্র, ফুলের মুখটী, বর্ত্তমান কুলীনদিগের প্রায়িক যে সমস্ত গুণ আছে তাহার চতুর্গুণ গুণে ভূষিত,

কিন্তু আমি একটা কথা এ সময়ে কহিয়া রাখি নতুবা শিববিবাহ নির্ব্বাহ কারক নারদ ঠাকুরের ন্যায় যেন পরে আমি অনুযোজ্য না হই।

কুল। আজ্ঞা করুন্?

অনৃ। বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই ষষ্ঠীর বৎস এই ষষ্টিবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে। অতএব তুমি সেই সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত কুলীন-মহারথি-কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।

কুল। যে আজ্ঞা মহাশয়, দিনাবধারণ করুন্।

অনৃ। আগামি দিবসীয় যামিনীতে বিবাহ হইবে।

কুল। এক ব্যক্তি গ্রহাচার্য্যকে আহ্বান করিলে ভাল হয় না?

অনৃ। ক্ষতি কি? ভাল (নেপথ্যাভিমুখে) আচার্য্য ঠাকুর কোথা, গৃহে আছ?

[গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ]

গ্রহ। ওঁনমঃ শ্রীসূর্য্যায়। অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্তজগদাধারসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ অদ্য ৩ রা বৈশাখ, শনিবার, পঞ্চমী, অনুরাধা নক্ষত্র, যাত্রা নাস্তি। কে গো আমায় ডাকিলে?

কুল। আমি, আমার কন্যাদিগের বিবাহ, একটি উত্তম দিন দেখিয়া দেও।

গ্রহ। (পঞ্জিকা দেখিয়া) মহাশয়, ২৯ সে বৈশাখ উত্তম দিন আছে।

অনৃ। (স্বগত) এ কি আপদ্ হইল, কুলীন কন্যার বিবাহ তাহার আবার দিন? বিলম্ব হইলে বরের গুণ সকল প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে বিবাহ হওয়া দুষ্কর, অথবা অন্য ঘটক আসিলেও ঘটকালি বিদায়ের সঙ্কোচ হইবে। অতএব কপটতা প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহাচার্য্যকে প্রতারিত করি। (প্রকাশে) কি হে গ্রহাচার্য্য, কি বলিতেছ? ২৯ সে বৈশাখ কবে?

গ্রহ। বর্ত্তমান এই বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস।

অনৃ। সব্ অশুদ্ধ। এ বৎসরে সংক্রান্তিই নাই কেবল পৌষমাসে এক পিষ্টক সংক্রান্তি আছে এতাব-ন্মাত্র, আর শ্রীরামপুরের পঞ্জিকামতে ভাদ্রে অরন্ধন সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য সংক্রান্তিতো দেখিতে পাই না, তুমি সংক্রান্তি আবার কোথা পাইলে? সে দিনে কি আপনিই সংক্রান্তি হইবে?

গ্রহ। মহাশয় আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন?

অনৃ। না না, তুমি কি উপহাসের যোগ্য পাত্র? ভাল, যাহা কহিয়াছ বিস্মৃতিক্রমেই হইয়া থাকিবে, ওকথায় আর প্রয়োজন নাই। বল দেখি আজি কি বার?

গ্রহ। অদ্য শনিবার।

অনু। (ঈষৎক্রোধে) আঃ শনিবার তো সকলি জানে, শনিবার কতক্ষণ আছে?

গ্রহ। একি, ভাল লোকের নিকটে আসিয়াছি! শনিবার আবার কতক্ষণ থাকে?

অনু। দূর বেটা গণ্ডমূর্খ, পাষণ্ড, পাঁজি দেখিতে জানিস্ না। অদ্য শনিবার ৯ দণ্ড ২৬ পল ছিল, পরে মঙ্গল বার হইয়াছে।

গ্রহ। আপনি কি অনবধানতায় কহিতেছেন?

অনু। (সক্রোধে) কি বেটা, আমার অনবধানতা? আমি সর্ব্ব শাস্ত্র এককালে উদ্যাপন করিয়াছি, শাস্ত্রে কহে "শনি মঙ্গলবার, দিনে২ সার," দেখ্‌দেখি শনি মঙ্গলবারের যোগ আছে কি না? তুই বেটা জানিস্ আর কেহই জ্যোতিষ শাস্ত্র জানে না? গণ্ডা২ খনার বচন আমার কণ্ঠায় কণ্ঠায় রহিয়াছে, দুই চাট্টে ছাড়িবো, শুন্‌বি? "শনি রবি মঙ্গলের গুঁড়া, কিকর বসিয়া শ্বশুর খুড়া। দশ তিন তেরো এক, পেটের ছেলে গুণে দেখ। সাত ছয় এগার, তিন নয় তের"॥ এ সকল ছাড়া কাকচরিত্র গ্রন্থে আমার ব্যুৎপত্তি অছে কি না শুন্‌বি, শোন? "কাগাতো কাগা, মড়ার মুণ্ডে দিয়া পা, ডেকে বল্‌চে কেলে মা"। শুন্‌লি? যা বেটা তোর সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই, কালি রাত্রিতে বিবাহ হইতে পারে কি না তুই তাহাই বলে যা।

গ্রহ। (সমীচীন রূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না মহাশয়, কল্য দিন হইবে না।

অনৃ। (বিবৃত মুখে) কল্য কি সূর্য্যোদয় হইবে না? দিন হইবেনা কেন? এ বেটা বাতুল নাকি?

গ্রহ। (ঈষৎ ক্রোধে) আমি 'বিবাহের দিন হইবে না' বলিয়াছি।

অনৃ। আঃ কি আপদ, ওরে মূর্খ বিবাহ কি দিবসে হয়?

গ্রহ। না না, তা নয়, কল্য বিবাহের নক্ষত্র নাই, তাহাতেই বলিয়াছি 'কল্য নিশাতে বিবাহ হইতে পারে না'।

অনৃ। এবেটা রাইত্ কাণা না কি? এ কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, কল্য তুই আমার নিকটে আসিস্, তোকে আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুঁজিয়া দেখিস্ একটাও কি বিবাহের হইবে না?

গ্রহ। কল্য সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?

অনৃ। (স্বগত) শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরাতো সর্ব্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আ-শঙ্কা কি? অতএব ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করি। (প্রকাশে) আঃ, কি অশুদ্ধ কহিলি? সপ্তশলাক কিরে মূর্খ? সপ্তশ্লাঘা বল, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে সহস্র শ্লাঘা আছে, তুই কি সপ্তশ্লাঘা দেখাইতেছিস্?

গ্রহ। কল্য দশযোগ ভঙ্গ।

অনৃ। শুনিলেন মহাশয়? এই মাঙ্গলিক কর্ম্ম

অনেক যোগাযোগে ঘটিতেছে, কিন্তু এ বেটা অনঙ্গলে- যোগভঙ্গের অনুসন্ধান করে।

গ্রহ। কল্য যুতবেধ।

অনৃ। আঃ, কি পাপ! এতো যুতরি কর্ম্ম,—তুই দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবেনা।

[গ্রহাচার্য্যের প্রস্থান।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি এই অজ্ঞ দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, আমরা ঘটক বটে, তথাপি নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি রাখি, বিশেষতঃ নবদ্বীপ নিবাসি পণ্ডি- তেরা কহিয়াছেন "কল্য উত্তম দিন, এবং শতসহস্র বিবাহ কল্য হইবে," আর আপনিই বিবেচনা করুন, যদি কল্য উত্তম দিন না হইত তাহা হইলে এতদ্দেশীয় রাজা অমরনাথ বাহাদুর নিজ পিতৃ শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেন না। অতএব যেদিনে রাজা রাজড়ারা কর্ম্ম কাণ্ড করে সেই দিন 'মন্দ' যে কহে সে অতি মূর্খ। তাহার কথা কখন গ্রাহ্য নয়।

কুল। মহাশয়, ভাল দিনের কথা দূরে থাকু, এক্ষণ দ্রব্যাসাদন ব্যতিরেকে কি প্রকারে এত শীঘ্র কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় কি?

অনৃ। আয়োজনেরই এত বাহুল্য কি?

কুল। বরযাত্র, কন্যাযাত্র, ও পুরোহিত প্রভৃতি এ সকলকে ভোজনওতো করাইতে হইবে?

অনৃ। অবশ্য হইবে, বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা

আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

কুল। (সহাস্য বদনে) তবে নাপিতের কর্ম্মও কি আপনি করিবেন ?

অনৃ। আপনি এক্ষণে পরিহাস রাখুন, বিবাহের উদ্যোগ দেখুন ? "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" মঙ্গল কার্য্যে অনেক বিঘ্ন, যদ্যপি সে বর হাতছাড়া হয় তাহা হইলে বড় বিভ্রাট, তাহা ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এক ঘটক ঐ সন্ধানে ফিরিতেছে।

কুল। (সভয়ে) যে আজ্ঞা মহাশয়, আমি আয়োজনে রহিলাম, আপনি কন্যা পাত্র লইয়া সত্বর আসিবেন, এক্ষণে বাটীতে যাই বেলা নাই, সন্ধ্যা হইল, দেখুন

আগ্নেয়পিণ্ডইব চণ্ডকরে প্রতীচীপাথো নিধেঃ পততি পাথসি পুষ্করান্তাৎ। তূর্ণং ততস্তিমিরসন্ততিরুত্থিতেব ধূমাবলী ত্রিভুবনং কবলীকরোতি ॥

গগন হইতে রবি, অনল সদৃশ ছবি,
পড়িল পশ্চিম জলধিতে।
তাহা হতে ধূমাকার, অতিগাঢ় অন্ধকার,
উঠিতেছে ত্রিলোক গ্রাসিতে ॥

অতএব এক্ষণে আপনিও নিজ নিকেতনে গমন করুন্।

[উভয়ের প্রস্থান ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[ব্রাহ্মণীর প্রবেশ]

ব্রাহ্মণী। (অপক্কনিদ্রা কষায়িত লোচন উভয়করে মার্জ্জন করিতেং)

আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে।
শরীর জুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে॥
চিরকাল যত সাধ ছিল মোর মনে।
সে সাধ পুরাব আজি জামাতার সনে॥
জামাই এসেছে শুনি আসি প্রতিবাসি।
নানা রঙ্গ রস কথা কবে মৃদু হাসি॥
কার্য্যের ছলনা করি থাকিয়া সে খানে।
শুনিব জামাই বেটা কতো কথা জানে॥
যখন জামাই এসে বসিবে বাহিরে।
ধিরে ধিরে যাব আর চাব ফিরে ফিরে॥
স্নেহ করে নানা দ্রব্য জুটায়ে আনিব।
যদি সব্ নাখায় মাথার দিব্য দিব॥
শাশুড়ী হইয়া বসি ঘোমটা টানিব।
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র কতই ছাড়িব॥
ভেড়া করে সে বেটারে রাখিব বাটীতে।
যেন আর নাহি চায় ঘরেতে যাইতে॥

এসবেতে যবে বশ হইবে জামাই।
আর কি থাকিবে তবে সুখের কামাই॥

(চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) এ কি, এতো বেলা হয়েছে, ও মা, কি হলো? আজি আমার নানান্ কৰ্ম্ম। আজি কি এতো বেলা পর্য্যন্ত ঘুমবার সময়? কিন্তু ঘুমেরও দোষ নাই, সমস্ত রাত উয্যুগ সংযুগ কত্তে জেগে ছিলাম, যেমন্ ভোর বেলা পড়িচি অমনি মরে ঘুমিইচি, তাই-তেই অনেক বেলা হয়েচে; তা এখন আমি কি করি? অনেক কৰ্ম্ম। আগে কি অধিবাসের বরণ্ডালা সাজাব, কি পাড়ার মেয়েদ্দের মিনন্তন্ন কত্তে যাব? কি অন্য কোন কৰ্ম্ম কৰ্ব্বো? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না এসব পরে হবে আগে মেয়েদ্দের ডেকে এসম্বাদ বলি, তাদ্দের 'বে,' তারাও এখন টের পায়নি। লোকে বলে "ওঠ ছুঁড়ি তোর বে" আমার মেয়েদ্দের কপালে তাই ঘটেছে। (উচ্চৈঃ-স্বরে) কোথা গো মেয়েরা সকল?

জাহ্নবি শাম্ভবি আর কামিনি কিশরি।
এস২ কন্যাগণ সভে ত্বরা করি॥

জাহ্নবী। যাই।
শাম্ভবী। কেন মা?
কামিনী। ওমা এই যে আমি এইচি, কি মা?
ব্রাহ্মণী। ওগো, শুন্‌সে গো তোরা শুন্‌সে।

[জাহ্নবী শাম্ভবী ও কামিনীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। ওমা, কি ?

শাম্ভবী। ওমা কেন ডাক্লি ?

কামিনী। ও মা, কেন২, বাবা কি ডাক্‌চে ?

ব্রাহ্মণী। (পরমাহ্লাদে)

এতকালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল ॥

জাহ্নবী। ও মা, কি বল্লি ?

শাম্ভবী। ও মা, বুজ্‌দে পাল্যাম না !

কামিনী। ও মা, কি বল্‌না মা, আবার বল, বল বল।

ব্রাহ্মণী। ওগো, তোদের 'বে' হবে গো, 'বে' হবে।

জাহ্নবী। (সবিষাদে)

জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট ॥
বর যাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত।
বাসর শয়নসুখ হবে অনুভূত ॥

শাম্ভবী। (আশ্চর্য্যান্বিতা)

শাম্ভবীর 'বে' এযে অসম্ভব কথা।
কুলীন কুমারী মোরা 'ঘর' পাব কোথা ॥

বল্লাল বিহিত কুল অকূল সলিলে।
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে॥

কামিনী। (সোৎসুকা)

কি বল্লি কি বল্লি মা গো সত্য করি বল।
শুনিয়া এশুভ কথা হয়েছি চঞ্চল॥
কোথা বর বাসা কোথা এসেছে কি বর।
কবে হবে আজি নাকি বল গো সত্বর॥
বরের বয়স কতো দেখিতে কেমন।
যাহৌক্ হলেই হয় এই আকিঞ্চন॥

ব্রাহ্মণী। হবে গো হবে, আজি হবে, আমি মিছা কথা কৈনে।

জাহ্নবী। ও মা, আমার আর 'বে' হলে কি হবে মা? আমিতো যৌবনে জলাঞ্জলি দিচি, আর কত কালই বাচ্‌বো, কেন আর বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, এমন্ কথা বল্‌তে আচে? কিসের বয়েস্? কচিছেলে, যেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস।

শাম্ভবী। মা, আমাদ্দের 'বে' হবে তা বল্লাল তো টের পাবে না?

ব্রাহ্মণী। টের পেলে কি হবে?

শাম্ভবী। (সভ্রূভঙ্গে) টের পেলে সে টের পাওয়াবে, সে এমন নয়, যেমন মোল্লা বলে "হেঁদুর পরব্ নাই"

তেম্‌নি বল্লাল বলে "কুলীন বামণের মেয়ের কপালে বে নাই," তা দেখিস্, সাবধান২।

ব্রাহ্মণী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে? সে যে অনেক দিন মরেচে।

শাম্ভবী। সে মলে কি হবে মা? তাচ্চেয়ে তার চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচ্চে, দেখিস্।

ব্রাহ্মণী। তোদের ভয় কি মা? আমি কুল রক্ষা কর্ব্যো কুলীন বর এসেচে।

শাম্ভবী। (সবিষাদে) ওমা তুই কি কুল রক্ষা কর্ব্যি, তবে জাত রক্ষা কে কর্ব্যে মা?

ব্রাহ্মণী। (অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওমা শাম্ভবি তোর এ কথার উত্তর কি দিব? তার নিমিত্তে আমি বলে ছিলাম গো, বলে ছিলাম, সেই মিন্সেরে, বলি "হেদে, ভাল বর দেখে মেয়ে গুলোর বে দিস্," তা বাছা, আমি বল্যে কি হবে? সে 'কুল' খোঁজে, বলে 'কুল থাক্‌লেই সব থাকে'। আরো দেক্, মেয়েদের জাত-রক্ষা প্রথমে, মা বাপ করে; মা বাপ না করিলে, রাজা; রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন্। তা বাছা, তোদ্দের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে! এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্ম্মে হাত দেন না, অভাগ্যি আরকি! পূর্ব্বে এক রাজা ছিল তার নাম 'বল্লাল' সে মিন্‌সে সকলের জাত নষ্ট কর্ত্যেই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেচে, আর আনাদ্দের জাত যায় বিধাতারও এ ইচ্ছে, সেইতো

ঐ জন্যে বল্লালে মিন্‌সেকে রাজ্য দেয়, তবে মা বাপ, রাজা, ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাতনষ্ট কত্তে বসেচে তখন জাতরক্ষা আর কে কর্ব্বে মা? শাম্ভবি, ক্ষামা কর, 'জাতরক্ষায় কায নাই, কুলরক্ষায় সম্মত হ'। আবার কেন নিশ্বাস ফেলে অধোমুখে রহিলি? কি কর্ব্বো, মনোদুঃখ করিস্‌নি। বাছা কামিনি, তুই যে কোনকথা কচ্চিস্‌নে?

কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বিশ্বেস নেই, তুই এমন করে আমায় কতোবার ভুলিয়েচিস্‌।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল।
কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকেগো অনল॥
যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি।
একেত অবলা বালা তাহে কুলনারী॥
কিফল বিফলে গেল যৌবন বহিয়ে।
কত পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে॥
লাজ আসে একথা কহিতে তোর কাছে।
কান্ত বিনে কেমনে বসন্তে প্রাণ বাঁচে॥
বসন্ত অশান্ত বড় দুরন্ত নিতান্ত।
বিরহি বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত॥
কুটিল বিরহিমন ফুটিল বকুল।
জুটিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল॥

ছুটিল কন্দর্প বাণ কুটিল গমন।
ঘটিল বিপদ বড় লুটিল ভুবন॥
জরজর হলো তনু কোকিলের রবে।
কেমনে এমন কালে জাতি কুল রবে॥
আমূল মুকুল সুশোভিত সহকার।
সহকার হয় আসি মদন রাজার।
কামির হৃদয় রাজ্য করি অধিকার।
অধিকার বাঞ্ছাকরে শান্তি নাই তার॥
এমন দুরন্ত কালে জ্বলি কামানলে।
তিনকুলে কেহ নাই দুটো কথা বলে॥
সহিতে না পারি আর কর গো উপায়।
কতকাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায়॥

ব্রাহ্মণী। না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো সত্যি।

কামিনী। ও মা, সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিছিস্ কোথায় মা? চুপি২ দেক্‌তে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা?

ব্রাহ্মণী। না বাছা, শুভ দৃষ্টি হয় নেই, এখন কি দেক্‌তে আচে? পরে দেক্‌বি, এত উথলা হইস্ নে, তোদের ছোটো বোন্ আদরিণী কিশরী কোথায় রে?

কামিনী। সে রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে পূবপাড়ায় খেলতে গেচে এখনো আসে নাই।

ব্রাহ্মণী। একবার ডাক দেখি বাছা তাকে ।

কামিনী। (পূর্ব্বমুখে,) ওওও কিশরীইইই, কিশ-রীরেএএএ। না মা, সে ডাক্ শুন্‌লেনা, তার এখন কাযনি আমারই আগে হৌক্, তার পর তবে তার হবে।

ব্রাহ্মণী। আঃ বাছা, ডাক আর একবার, ছোটো ভগ্নী হয়।

কামিনী। (পুনর্ব্বার চীৎকার রবে) ওওও কিশরী-ইইই, কিশরীরেএএএ পোড়ারমুখী, শীঘ্রি আয়।

[কিশোরীর প্রবেশ]

কিশোরী। (সোৎসুকা)

প্রফুল্ল বকুল ফুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল,
অনুকুল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন, সদা করে আকিঞ্চন,
বল্লালির দিতে বিসর্জ্জন।
কুলে কালি দিয়ে কালী, বলে চলে যাব কালি,
ঘটকালী কি করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন, করিব গে বিতরণ,
নাহিভয় থাকিবে কাহার॥

কেরে আমায় ডাক্‌লে ?

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লি ?

ব্রাহ্মণী। তুই কালিঅবধি কোথায় রে? দেকতে পাইনে কেন ?

কিশোরী। ও মা ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর এমন্ যেয়োনা, ডাগোর ডোগোর মেয়ে, যেতে আছে? লোকে যে নিন্দে কর্ব্বে, ছি!

কিশোরী। ও মা, কেন নিন্দে কর্ব্বে মা? কর্ব্বেনা, হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেয়োনা, আজি এক কম্ম আচে।

কিশোরী। কি কম্ম মা ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, আজি আমাদের বাড়িতে এক শুভকম্ম হবে।

কিশোরী। ও মা, কি শুভ কম্ম, বল্‌না মা ? হে মা বল, কি শুভ কম্ম। বল্‌বিনে২ ?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্‌বো না কেন ? আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) ও মা, 'বে' কাকে বলে মা ?

ব্রাহ্মণী। 'বে' কাকে বলে তাও জানিস্‌নে বাছা ? 'প্রধান সংস্কার'।

কিশোরী। ও মা, তাকি আমি খাব ?

ব্রাহ্মণী। বাছা 'বে' কি খেতে হয় ? রাঙাবর আস্‌বে. তোদের 'বে' কর্ব্বে, কতো ঘটাঘাটি হবে, সেকি বাছা

কিছুই জানিস্‌নে?

কিশোরী। হাঁঃ, সেই 'বে?' তা আমি জানি, তা কার হবে মা?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ও মা, তবে তোর হবে না?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বল্‌তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে, ও না কার সঙ্গে হয়েচে, বল্‌না মা?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমায় ব্যস্ত করিস্‌নে. মর্চ্চি নানান্ জ্বালা, তোরা সকলে এখন বাড়িতে যা।

[কন্যাগণের প্রস্থান।

আমি যাই, আর দাঁড়াব না, পাড়ার মেয়েদের বল্‌তে হবে, বেলা হলো; আমি যা না কর্ব্বো তা হবে না।

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

[রসিকার প্রবেশ]

রসিকা। (স্বগত)।

বাড়ি মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কিছু দূরে.
ঘেরাঘোরা ঘর দুই খানি।
নবীন যুবতী আমি, মরেছে আমার স্বামী,
তবু কভু দুঃখ নাহি জানি ॥

জাতিতে নাপিত বটে, আছে নানা গুণ ঘটে,
আলতাকামান মোর কর্ম্ম ।
করি নাই কোন পুণ্য, তথাপি পাতক শূন্য,
অতিথি না ফেরে এই ধর্ম্ম ॥
তৃষিত পথিক গণ, এসে করে আকিঞ্চন,
যদি পায় মোর ঘরে বাসা ।
নাই যার অন্য স্থান, করে সবে অবস্থান,
এমন আমার ভালবাসা ॥
কিছু নাই অন্য জ্বালা, এক মাত্র পেট টালা,
দিবসেতে পাড়ায় কামাই ।
ভাল বাসে সবে অতি, আমি শুদ্ধমতি সতী,
রজনীতে নাহিক কামাই ॥
এবয়সের পতিনাই, তাইতো পাড়ায় যাই,
পোড়া পেট পুরাবার আশে ।
বসিয়া না পাই খেতে, সেই হেতু হয় যেতে,
সে থাকিলে কেটা আর আসে ॥
কেহ নাই পরিজন, একাকী না টেঁকে মন,
মনের মানুষ যদি পাই ।
খুলে সব বলি তায়, যদি দয়া করে তায়,
তবে তার সঙ্গে চলে যাই ॥

(গাত্রভঙ্গ করিয়া) যাই আবার ওবাড়িতে।

[দেবলের প্রবেশ]

দেবল। কে ও, নাপ্‌তেবৌ নাকি ?

রসিকা। হাঁ ঠাকুরপো, আমিই বটে।

দেবল। তবে এখন দেক্‌তে পাইনে কেন ?

রসিকা। আর ভাই, দেক্‌তে পারনা তা দেক্‌তে পাবে কি ? দেক্‌তে পাত্তে, তবে অবিশ্যিই দেক্‌তে পেতে।

দেবল। (সহাস্য মুখে) নাপ্‌তেবৌ, তোমারে দেকতে পারেনা এমন লোক কে ?

রসিকা। সেকি ভাই, কি বলো ? সকলে কি সকলকে দেখতে পারে ?

কমল কোমল ফুল, মধুদানে অনুকূল,
দশদিক করে আমোদিত।
পরাগে পরম শোভা, মধুকর মনোলোভা,
হেরি যাহে চক্ষু চমকিত ॥
দোষাকর নিশাকর, লোকে কহে সুধাকর,
দুঃখাকর বলি আমি তাকে।
কুমুদে আমোদ মানে, গুণ দোষ নাহি জানে,
সেপদ্মেতে শত্রু ভাব রাখে ॥

শুনলে ঠাকুরপো ?

দেবল। হাঁ শুনলেম্ বটে, কিন্তু চন্দ্র তো পদ্মিনীকে

কখন দেখে নাই; যদি একবার দেক্‌তে পেতো তবে বল্‌তে পাত্তে।

রসিকা। ভাল ভাই, চন্দ্র পদ্মিনীকে দেখে নাই বটে, যা বল্যে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি "রত্ন কি আ-পনিই লোকের নিকটে আসে, না লোক যত্ন করে রত্নের অন্বেষণ করে?"

দেবল। "লোকই অন্বেষণ করে, রত্ন আবার কোথা কাকে তত্ত্ব করে থাকে?"

রসিকা। তবে ভাই, দেখদেখি "যদি চন্দ্র যত্ন করে তবে কি পদ্মিনীকে দেখ্‌তে পায় না? অবিশ্যি পায়, তা না করাতে তারি দোষ প্রকাশ"।

দেবল। ফল বটে, যথার্থ, তাইতো লোকে চন্দ্রকে কলঙ্কী কহে।

রসিকা। হা ঠাকুরপো, এখন পথে এসো, বল্‌তে পারি কি না?

দেবল। (হাস্য মুখে) নাপ্‌তেবৌ, তোমায় কথায় পারা ভার।

রসিকা। (হাস্য মুখে) ঐ 'ভার' বলে তো কেহ কথা কয় না।

দেবল। এখন আছতো ভাল?

রসিকা। আর ভাই আছি, ভাল না থেকেই বা করিকি?

দেবল। তাই বলি, পরামাণিক দাদা নাই, তোমার চলে কিসে?

রসিকা। চলবার ভাবনা কি ভাই, আমার যে 'এক

চুপড়ি' আছে তাতেই চালাই, আপনি না চালালে কে চালাবে বল ?

দেবল। এখন কোথা যাচ্চ ?

রসিকা। এই সব কামাতে যাচ্চি ভাই।

দেবল। (পরিহাস পূর্ব্বক) তুমি কি 'সব' কামিয়া থাক ?

রসিকা। (হাস্য মুখে) না ভাই তা নয়, আজি বাড়ুয্যের বাড়িতে 'বে,' পাড়ার মেয়েরা জলসৈতে যাবে, তা কামিয়েজুমিয়ে না দিলে কি হবে ?

দেবল। উত্তর পাড়ার হয়েছে ?

রসিকা। হাঁ, তাদ্দের কামিয়ে এই আশ্চি।

দেবল। তারা এখন কি কচ্চে, পূজার উদ্যোগ কচ্চে কি ?

রসিকা। আজি পূজো মাথার উপর থাকু, পূজোর যো করবে কি সে যো নাই, তারা যে ব্যস্ত।

দেবল। ব্যস্ত কেন ?

রসিকা। জলসৈতে যাবে, সাজগোজ কচ্চে।

দেবল। সাজ গোজ আবার কেমন্ ?

রসিকা। তা শুন্‌বে ?

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে।
প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে॥
মনোমত সজ্জাকরে বিভবানুসারে।
এই প্রথা সর্ব্বকালে সকলি সংসারে॥

মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা।
কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কাণবালা॥
কেহ কেরাপাত পরে কেহবা চৌদানী।
নাছিল পূর্ব্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী॥
শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল।
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণস্মিতি।
যাহা হেরি যুবজন গণের বিস্মৃতি॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা॥
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা।
কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।
তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয়॥
বাহুতে ধারণ করে কেহবা কেয়ূর।
হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর॥
কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মোন্ কাটা চিক্।
দেখিতে অপূর্ব্ব যাহা করে চিক্‌চিক্॥
পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার।
অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার॥
রত্নের অঙ্গরী কেহ যত্ন করে পরে।
আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পরে॥

কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার।
বিরহি যুবার মন করিতে সংহার॥
কাহার চরণে ঢেয়ুতরঙ্গের মল।
রজত নির্ম্মিত যাহা অতি সুনির্ম্মল॥
কেহবা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ।
কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ॥
করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন।
বিবাহবাটীতে দেখ করিছে গমন॥

ঠাকুরপো আমি এখন যাই, বাকিজুকি এই সময় চুকাই গে।

দেবল। হাঁ, আমিও ঘরে যাই, এখন পূজা কর্ত্তে যাওয়া হলো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

[কামিনীগণের প্রবেশ]

মোহিনী। এই তো বে বাড়ি, কৈ কে কোথা গো? কাকেও যে দেক্‌তে পাইনে। ও মা সেএ কি গো? ঐ যে কথায় বলে "যার বে তার মনে নাই, কাট্‌না কামাই পাড়া পড়সীর"।

ভামিনী। মরণ্, ও কি হলো? মিল্লো কৈ লো?

মোহিনী। আর ভাই, মেলে কৈ?

ভামিনী। গুণ থাক্‌লেই মেলে, "যার বে তার মনে

নাই, পাড়াপড়্সীর ঘুম নাই”। দেক্‌দেকি মিল্লো কি না ?

মোহিনী। ভাল ভাই, তাই যেন মিল্লো, এখন বে বাড়ির কাকে ও যে মেলে না, তার কি বল্‌না ?

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে বাড়ি, অচ্চ কিচুই দেক্‌তে পাই নে। বাদ্যি নেই, বাজনা নেই, কিচুই নেই ; সে কি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথায় যাব !

হেমলতা। এই যে ভাই এক্‌টা কলাগাচ রয়েচে।

যমুনা। অমন কত গাচ কত দিকে আচে, আসল কৈ লো ? বাড়িল্লোক কৈ ?

[ব্রাহ্মণীর প্রবেশ]

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল, বাছা সকল, এসেচো এস২, আস্‌বে বৈ কি ; তোমাদের কম্ম, কর্ব্বো কম্মাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে ; তোমরা না কল্যে কে কর্ব্বে ? জ্ঞাতিবল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো ঠান্‌দিদি, বলি একি লো ? মেয়ে-দের বে দিতে বসেছিস্‌ তা সব ফাকিজুকি, ঘটাঘাটি কৈ, কিছুই যে দেখিনে ?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই ‘ঘটা,’ কুলীনের মেয়ের ‘বে’ ঘটাই ভার, আবার ‘ঘটা’ পাবো কোথা বোন্‌ ? তবে তোরা এসেছিস্‌ এই ঘটাই ‘ঘটা’।

কামিনী। ওলো হেমলতা, জানিস্‌নে বড় গিন্নির সব্ ফাকি, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন ?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ওকথা কি বল্‌তে আচে ? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি ? যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জলসৈতে যা দেখি ?

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেচে।

[বাটী মধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রস্থান]

তার জন্যে জলসৈতে হবে না, তাকে 'জল সৈ' কল্লিই ভাল হয়———শুনে গেলিনে মাগি ?

চঞ্চলা। ওলো কুলবালা কুলো নে লো মাথে করি। জল সহিবারে সবে বল 'হরি হরি'।

সুলোচনা। মরণ্, ও কি লো ? শুভ কর্ম্মে অমঙ্গুলে কথা ?

চঞ্চলা। না ভাই, যে 'বর' এসেচে তারপক্ষে এ অমঙ্গলে নয়।

সুলোচনা। কেন ? কেমন বর বল্‌না শুনি ?

চঞ্চলা। শোন্‌না ভাই ওদের মুখে, তবেই বিশ্বেস হবে।

সুলোচনা। ওলো চপলা, বল্‌না লো কেমন বর ?

চপলা। (সবিষাদে)

আহা মরি আই২, সখি একি শুন্তে পাই,

বর নাকি বায়াত্তুরে বুড়ো।

কপাল নিতান্ত পোড়া, কোথা হতে এলো মড়া,
ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো ॥

সুলোচনা। বুড়োবর ? এতো ভাল, মন্দ কি ? আমার যেমন কপাল তাতো নয় ?

চঞ্চলা। তোর আবার কপাল মন্দ কেমন লো, বল্‌না ?

সুলোচনা। তবে শোন্

কি জানিবি ওলো ধনি, এ বর মাথার মণি,
মোর পতি দেখে বুক ফাটে।
বয়স খতালে পর, নাতি ভেবে এসে জ্বর,
কোলশোভা হয়ে রাত কাটে ॥
এপতি মাথার চূড়া, বুড়াতো রসের গুঁড়া,
কাছে থাকে তবু শোভা হয়।
সে যে অতি শিশু ছেলে, কেঁদে উঠে ভয় পেলে,
শান্ত করে রাখি তবে রয় ॥

চন্দ্রমুখী। (সবিষাদে) তবে আমিও বলি, লোকের কাচে বল্যেও কতক নিবৃত্তি হয়। ভাই সে তো তোর মন্দ নয়, কখন কাযে লাগ্‌বে, আমার শুন্‌বি ?

পতির রমণী গণ, কিছু কম একপণ,
তবু বিয়া করে পেলে চাকি।

যৌবন বিফলে যায়, বারেক না দেখি তায়,
জীয়ন্তে মরার কিবা বাকি ॥
আসিবেক করি আশ, তাহার বিবাহ চাস,
মাসমাস ফেরে নানা দেশ।
ব্যবহার দিতে নারি, তাই মোরে বিভা করি,
স্বপনেও নাকরে উদ্দেশ ॥

যমুনা (ঈষৎ ক্রোধে)

আমি কি বলিব বাণী, প্রাচীনা সভার মানি,
অভিমানি কথায়২।
বয়স হইল ষাট, বিবাহের নাই পাট,
আছে কাট শেষের উপায় ॥
বাপের প্রধান ঘর, নাই মেলে যোগ্য বর,
কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।
মনে সদা এই চাই, বাহির হইয়া যাই,
পড়ে কুলে কালি পরিপাটি ॥
আইবুড়ো থেকে মোর, বয়স হইল ভোর,
নুড়ো দিই মুখে বল্লালের।
বহু শিব পূজা গুণে, জন্মগেল মনাগুণে,
কপালে আগুণ সে হরের ॥

হেমলতা। (হাস্যমুখে) ভাই আমারও সেই রূপ।

যৌবন দুঃসহ ভার, সহিতে নাপারি আর,
এশরীরে কতো জ্বালা সয়।
বয়স্ হইল বিশ, ইচ্ছা হয় খাই বিষ,
মনে মনে কতো রীষ হয়॥
বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ, অনঙ্গেতে জরে অঙ্গ,
রঙ্গ দেখি লোকে ব্যঙ্গ করে।
মনেতে ভেবেছি সার, শুধিব বল্লালি ধার,
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে॥

যশোদা। ওলো "তোদের দুখ শুনে মোর বুক ফাটে, তোরা খাসি ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে"। তোরা ছেলে মানুষ, তোদের কাচে বলা নয়, যদি বল্লি, তবে শোন্, আমার কথা শুন্‌লেই তোদের দুঃখ দূর হবে।

ভগিনী আমার ছয়, আমারে নে সাত হয়,
সবার বিবাহ এক দিনে।
কি কব বরের কথা, মনে হলে মর্ম্ম ব্যথা,
এইহেতু কহিতে পারিনে॥
তার বয়সের সম, পাহাড় পর্ব্বত কম,
আছে কিনা ভুবন ভিতরে।
উহার চরম কালে, বন্ধুরা না ফেলে খালে,
গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে॥

পাইয়া স্বযোগ্য ঘর, বরি মোরা সেই বর,
অতঃপর সেপায় পঞ্চত্ব।
তথনি বৈধব্য দশা, প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা,
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব॥
বল্লাল হইয়া কাল, দিয়াছে কুলের শাল,
সামাল২ ডাক ছাড়ি।
নাহলো বাসনা পূর্ণ, কেবল বৈধব্য তূর্ণ,
মন্ত্রের প্রভাবে উদ্‌ম রাঁড়ি॥
কোথায় মঙ্গলধ্বনি, করিবেক যত ধনী,
হরিধ্বনি হইল তথায়।
শঙ্খ বাদ্য যেথা থাটে, তথা মহাশঙ্খ ফাটে,
বুকফাটে মরি হায়২॥
পতির করিয়া গতি, পরে নিকেতনে গতি,
ছুর্গতির নাহি হলো শেষ।
কোথা ছিল একাদশী, আসিয়া পাইল বসি,
সর্ব্বনাশী নাহি ছাড়ে দেশ॥

তা বলে আর কি হবে? আমি সে সকল পাকে পু তিছি, সে কথায় আর কায নাই, দূরহোগ্‌গে, যা তোরা যাজ্জন্যে এনেছিস্ যা, জলসৈতে যা।

বিজয়া। বড়দিদি, তুই যাবি নে?

যশোদা। ভাই আমি গে কি কর্ব্বো ? রাঁড় মানুষ, ছোঁব না, নেপ্‌বো না।

বিজয়া। আচ্ছা চল্‌লো তবে আমরাই যাই।

চপলা। (উলুঃ শব্দ করিয়া) বাজানা লো, শাঁকটা বাজা।

চঞ্চলা। (শঙ্খবাদ্য করিয়া) বরগুলা কোথা লো ?

কামিনী। চাইতে গিছিলাম্ তা বড়গিন্নী বল্যে "এখন বেলা হয় নি, দিচ্চি এই সাজিয়ে গুজিয়ে, দাঁড়া এটু"

মোহিনী। ওলো, বড়গিন্নী আপনার বেলা বুজ্‌তে পারে, মেয়েদের বেলা তার বেলা হয় না, না হোগ্‌গে।

হেমলতা। এই নে লো, 'শ্রী' নে।

ভামিনী। (করতালি দিয়া) ওমা-আমি-কোথা-যাব ! এই কি 'শ্রী'।

চপলা। নে বেনে, যেমন বরের 'শ্রী' তেমনি শ্রীরও 'শ্রী,' সকল বিশ্রী-কাণ্ড, তবে শ্রীর কি সুশ্রী হবে ? চল্ চল্, আবার ঘরকন্না আছে শীঘ্রিঃ জলসৈয়ে আসিগে।

[কামিনী গণের জল সহিতে প্রস্থান।

যশোদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, স্বগত) এই যে সকলেই গেল। যাবে না কেন ? ঈশ্বর যেতে দিচ্চেন তাই যাচ্চ্যে ! আমি যে আহ্লাদ-আমোদ কর্ব্বো তারতো যো নেই। যাই ঘরে যাই, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি কর্ব্বো ! (কিঞ্চিৎ গিয়া) এই যে ফুলকুমারী আশ্চে, যাবে বুঝি জলসৈতে।

ফুলকুমারী (কিঞ্চিদ্দূর হইতে)। দাড়া গো, ঠান্‌দিদি দাড়া।

[ফুল কুমারীর প্রবেশ]

যশোদা। কি লো, নাত্‌নি? সব মেয়েরা জলসৈতে গেছে তোর এতো বেলা কেন্‌লো? কালি বুঝি নাজ্জামাই এসেছিল তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলি—এই যে দুই চোক নালকরে বসেছিস, সেকি লো? বড় খিদে হলে কি দুহাতে খেতে হয়?

ফুলকুমারী (সবিষাদে)

বোলোনা ঠান্‌দিদি আর সে কথা বোলোনা।
জ্বলন্ত অনলে মোর আহুতি দিয়োনা॥
কালামুখো বিধি ভাল মিলাইল ভালে।
এসে ছিল বটে সেটা কালি সন্ধ্যাকালে॥

দিদি সে কথা আর বলিস্ নে। জ্বলে পুড়ে মচ্চি, আবার তুই কেন জ্বলাস্? গেড়েচ্চ্যাও কি স্বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের হাতে পড়িতাম্! আমাদ্দের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে! তা ওকথায় আর কায নাই।

যশোদা। (মুখ ফিরাইয়া) মরুগ্‌গে বল্লিইবা খেতি কি? আমিতো ওরসে বঞ্চিত, তা পরের কথা শুন্তেও কি নেই? নেই২ বল্লিনে, নাই বল! (অভিমান)

ফুল। না ঠান্‌দিদি, তা না, তোকে বলিনে কেন, বলি বল্লিই তোর দুঃখ হবে, না‌ত্নী২ করিস্‌।

যশোদা। আমাদ্দের যখন যে দুঃখ হয় সম্পর্ক বুঝে বলে থাকি—বল্লিই ভাল, যত মনে রাক্‌বি ততই মন্দ, বলে ফেল্যে মন খোলসা পায়—তা বলিস্‌তো বল্‌, কি রকম এলো, কি কল্যে ?

ফুল। তবে শোন্‌ ঠান্‌দিদি।

কাপোড় কাচিতে গিয়া সমাচার পাই।
লোকে বলে আসিতেছে ওদের জামাই॥
সে কথা শুনিয়া ভাষি সুখের সাগরে।
পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে॥
থাকিল কাপড় কাচা সত্বর বাড়িতে।
আসি পথে কত ভাব ভাবিতে২॥
বহুদিন পরে নাথ আসিল ভবনে।
সাধিব মনের সাধ যত আছে মনে॥
ভবনে সে পূর্ণ শশি দেখিয়া উদিত।
নয়ন চকোর মোর হবে হরষিত॥
উথলিবে প্রেম সিন্ধু সুখের সঞ্চার।
দূরে যাবে দুঃখময় মহা অন্ধকার॥
মানস কুমুদ ফুটে হইবে প্রকাশ।
নির্ম্মল হইবে তবে হৃদয় আকাশ॥

বিরহ ব্রতের আজি উদ্যাপন করে।
যৌবন দক্ষিণা দিব গিয়া তার করে॥
মনোমত বেশ করি নিকটে যাইব।
প্রথমে বাড়াতে মান মান প্রকাশিব॥
কাঁদাব ধরাব পায়ে নাহি অনুরোধ।
পেয়েছি যতেক দুঃখ তার পরিশোধ॥
পরেতো কহিব কথা বদন তুলিয়া।
একেবারে ভুলাইব নয়ন ঠেরিয়া॥
বড় যত্নে শিখিয়াছি যতো কাব্যরস।
কহিলে তাহার কাছে হইবে স্বরস॥
মন্মথেরে মনোমত শিখাব তখন।
কোথা পালাইবে মোরে করে জ্বালাতন
দুরন্ত বসন্ত সখা সামন্ত সহিত।
নিতান্ত প্রাণান্ত সম করেছে অহিত॥
বিহিত করিব তার করিয়াছি মনে।
কি করিবে আর মোরে মলয় পবনে॥
কোথায় থাকিবে সেই কাল পিকবর।
কোথাবা রহিবে দুষ্ট ভ্রমরী ভ্রমর॥
এই রূপ অহঙ্কার মনে২ করে।
গৌরবে গর্ব্বিণী বড় আসিলাম ঘরে॥

াই তারপর তার রঙ্গ দেখে 'হরিভক্তি উড়ে গেল'!

যশোদা। কেন্‌লো, কি হলো বল্‌ দেখি শুনি?

ফুল। (সাঙ্কেপে)

শশব্যস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।
বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া॥
ধনুর্ভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমানে।
'ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোবো এখানে'॥
শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী।
খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি॥
টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল।
এমনি কুলের ধর্ম্ম তবে পা ধুয়িল॥
অল্প হলো বলে তবু মুখ ঘুরাইয়া।
কহিল দুর্ব্বাক্য কতো বাটালি কাটিয়া॥
জলপান সহ পান সাজায়ে পাঠাই।
সে এমন্‌ তার মন তবু পেতে নাই॥
জামায়ের আগমনে জননী তৎপর।
খাদ্যদ্রব্য আয়োজন করিলা বিস্তর॥
যতন করিয়া দিদি বাড়িলেন ভাত।
দাদা গিয়া আনিলেন ধরে তার হাত॥

পেতে দিল বড় পিঁড়ি তাহায় বসিয়া।
ইহা খায় উহা ফেলে নবাবি করিয়া॥
অতঃপর বলিতে আমার বুক ফাটে।
সেপারে বলিতে যেবা দড় আটেকাটে॥
যামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া।
পতির ধ্যানেতে আছি নয়ন মুদিয়া॥
কতক্ষণে প্রাণনাথ আসিবেন কাছে।
কহিব সকল দুঃখ যত মনে আছে॥
মনেং এই রূপ বাসনা করিয়া।
কপট নিদ্রায় আছি নয়ন মুদিয়া॥
কিছু পরে আসিলেন মোর প্রাণ কান্ত।
তা হেরে অমনি হই মানিনী নিতান্ত॥
দেখিয়া নিদ্রিতা মোরে পাষণ্ড পামর।
অনায়াসে ঢ্যাকামেরে জাগায় সত্বর॥
ইথে অভিমান আর ক্রোধ উপজিল।
তবু সে বেহায়া মিন্‌ষে কহিতে লাগিল॥
শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।
নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি॥
একথায় যদি মানভরে আমি থাকি।
ভাবিলাম চলে যাবে দিয়া মোরে ফাকি॥

কত স্তব বিনয় করিয়া ধরি কর।
তবু সে দুর্বাক্যবিষে করে জরজর॥
শপথ করিনু কতো স্বপথে আনিতে।
কুপথিক কোথা পায় সুপথ দেখিতে॥
অবশেষে এই যুক্তি মনে করে স্থির।
কাট্‌নাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির॥
যা ছিল আমার পুঁজি দিলাম সকল।
তথাপি অধিক দেও কহিল পাগল॥
তাতে কহিলাম নাথ তুমি জ্ঞানবান।
কেন কর অধীনীরে এত অপমান॥
কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন।
পত্নীর নিকটে পতি লইবে বেতন॥
ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহেশ।
নারী হয়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ॥
এত বলি ক্রোধভরে উঠিয়া চলিল।
বাবার টোলেতে গিয়া বিটোল শুইল॥
দরমা পাতিয়া তথা করিল শয়ন।
মশাতে চাসাকে শিক্ষা দিল বিলক্ষণ॥
প্রভাতে চলিয়া গেল করে অতি রোষ।
অমৃতে উঠিল বিষ কপালেরি দোষ॥

যত আশা মনে ছিল সব গেল দূর।
দর্পচূর্ণ করি মোর গেল সে নিষ্ঠুর॥
মম সম অভাগিনী আছে কোন দেশে।
হাতে দিয়ে নিধি বিধি হরে নিল শেষে॥
একাকিনী বিরহিণী যামিনী জাগিয়া।
নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

যশোদা। নাত্‌নি আর বলিস্ নে—বলিস্‌নে, বুক্ ফেটে যায়!!! (সজল নয়নে) হাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের সৃষ্টি কত্তে বলে ছিল? কুলতো নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন! যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? ধৰ্ম্ম নেই? কৰ্ম্ম নেই? আহা! আহা! কিদুঃখুঃ! নাত্‌নি তুই আর কাঁদিস্‌নে। যা, মেয়েদ্দের সঙ্গে যা; আবার আস্‌বে, ভাব্‌না কি? রাগ করে গেচে কি কর্ব্বি? এবারশুদ্ধো এই অব্‌দি কাট্‌নাটা-মাট্‌নাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ্।

———তবু কাঁদ্দে লাগ্‌লি? আহা ছেলে মানুষ! বোন্ কি কর্ব্বি তা বল? এই দেক্‌দেখি আমরা কি কচ্চি, তো-ত্তো আছে আমার যে নেই—তা কি কর্ব্বো?

ফুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠান্‌দিদি, এ থাকাচ্চেয়ে নাথাকা ভাল! না থাক্‌লে মনে প্রবোদ্দেওয়া যায়, এ থেকে নেই! একি সামান্যি দুঃখু? ঐ যে কথায় বলে "দুষ্ট গরু থাকাচ্চেয়ে শূণ্যগোল ভাল"॥

যশোদা। (হাস্যমুখে) ওকথা বল্‌তে আছে? খাড়ু-গাছ্‌টা হাতে আছে তবু ভাল। আর সে নাজ্জামাই শালাও আবার এই ফিরে আসে, রাগ্‌ করে কদ্দিন থাক্‌তে পাব্যে? (পথে একটা কুক্কুর দেখিয়া পরিহাসে) ঐলো নাত্‌নি, ঐ, আবার ফিরে আশ্চে।

ফুল। (হাস্য মুখে) ঠান্‌দিদি, তোন্ত নেই, তা লোকে বলে "নাপেতে নাজ্জামাই ভাতার" তা তুই নেযা।

যশোদা। না ভাই, আমাত্তো নেই বটে, আমি ও-রসে বঞ্চিত, তবে "পরেদ্ধনে ধোপার নাটে" কায কি?

ফুল। ঠান্‌দিদি তোর আবার হয় এই, ও পাড়ায় শুন্‌লেম্‌ রাঁড়ের 'বে' নাকি চল্‌তি হবে? তবেই তোর ডাঙ্‌ জলে পল্যো।

যশোদা। (সবিযাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুঞ্চি, হয় কৈ? আমি থাক্তে আর হবে? আমার তেমন অদেষ্ট নয়, নাহোগ্‌গে, আর কাযও নেই। এখন ঘরে যাই ভাই, বেলা হয়েচে।

ফুল। আমিও আসতেম্‌ না, বড়গিন্নীর অনুরোধেই এলেম্‌; আমি বল্যোম জলসৈতে যেতে পারবোনা, তা সে বল্যো "না যাস্‌ না যাবি তুই ঝালিঝাড়া বাট্‌নে" তা যাই, নাগেলে ভাল হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা। (স্বগত)

মোগার কোপালে তুক নেকেচে গোঁসাই।
খাট্টিং মরি এট্টু বষ্টি পাই নাই ॥
বসি ঘরে প্যাটভরে খাতি নাই পাই।
চাকুরি ঝক্‌মারি কাম করি মুই তাই ॥

ঐ ওত্তরের বাড়িয় মুই খ্যানাকাট্টি গেহালাম, এ-স্‌তে এস্‌তেই বড়মোশাই বল্যে "ওরে ভোলা, তুই যা, পুরুইঠাকুরের ডাকি আন," তা এই মুই অদ্দুরে থাকি আলাম, তাম্মুক খাতিও পালাম্‌না, এট্টু জিরুতিও পা-লাম্‌না, তাইতো মোদের বৌ বলেহালো, বলে "চাকুরি না কুকুরি" তা খাতিপত্তি পাইনে না করে কি কর্ব্যো? মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যা-দায়ে দেবে যে, তাই যাচ্চি, আসি তবে তাম্মুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেচ্চেখানা ভুলি আলাম, দাদাঠাকুর বল্যে "এস্‌বের বেলা এট্টা থোঁড়ের গাচ আনিস্‌" তা কিদ্দি কাট্‌বো? আবার ফিরি যাব? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পতেদ্ধারে মোর ঝীয়ের ঘর, সেইস্থে-ই ন্যাবো। (কিয়দ্দূর গিয়া,) এই মোর ঝীয়ের ঘর, এ-খন ঝী মোর হেতা নেই তা বীন্‌কে ডাকি। (প্রকাশে) ও বীন্‌, বীইন্‌, একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি? (আ-কাশে কর্ণ দিয়া) আঁ, কি বল্যি? হেরিয়ে গেচে? ঝাক্‌গে,

আবার মোরে ফিরি আস্তে হলো; যাই তবে (অধিক দূর গিয়া স্বগত) ঐ পুরুঠ্‌ঠাকুরের বাড়ি দেক্‌তি পাচ্চি, শা-লার বামুণ কদ্দুরে ঘর বেনিয়েচে! (নিকটে গিয়া প্র-কাশে) ও পুরুঠ্‌ঠাকুর, ঘরে গো?—না গো, আর পুরু-ঠ্‌ঠাকুর বল্‌বোনা, সেবার বলে হেলাম্‌ তা সে বামুণ্‌ কুধ্যু করে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর ঘরে গো? কৈ ওত্তর দেয় না ঝে? কোথা বুঝি ছরাদ কত্তি গেচে। বামুণ্‌দের কি? বড় মান্‌ষির বাড়িই ছায়ায় বসি, গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ূক তাম্নক খায়, গপ্পি করে, তাই বুঝি গেচে। ওও মাঠাক্‌রুণ্‌, মাঠাকরুণ্‌, তোমার বাবাঠাকুর কোতা গো?

[ধর্ম্মশীলের প্রবেশ]

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) আঃ কেরেও? রাম২, প্রস্রাব করিতে বসিছি এতো চীৎকার কর্ত্তেছে কেন?

ভোলা। মুই, বেড়ুয্যের বাড়ির মেন্দের—ভোলা?

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) কিরে ভোলা!

ভোলা। এজ্ঞে হাঁ বাবাঠাকুর, পেন্নাম।

ধর্ম্ম। কিরে, কেন এসেছিস্‌? ভালতো সকল?

ভোলা। এজ্ঞে, বড়মোশাই তোমারে এস্‌তে বল্যে তার মেয়েগার ব্যা।

ধর্ম্ম। 'বিবাহ!' কি অদ্যই হইবে?

ভোলা। হাঁ বাবাঠাকুর, আজি সঞ্জেব্যালা ব্যা হবে।

তিনি আমায় বল্যে "ভোলা, তুই আজি নাত্তিরে ঘয্যাস্নে, তোর দিদি ঠাগ্রুণীদ্দের ব্যা"।

ধর্ম্ম। হাঁ, হাঁ, শুভাচার্য্যের মুখে শুনিতে ছিলাম্ বটে, তাঁর চারিটী কন্যারি কি বিবাহ্ একবারে হবে?

ভোলা। এজ্ঞে মোশাই।

ধর্ম্ম। (স্বগত) এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীর নত গড়ান হবে। (প্রকাশে) তবে তুই যা, আমি পুঁথি লইয়া যাইতেছি।

ভোলা। যেএজ্ঞে—মুই তবে যাই।

[ভোলার প্রস্থান।

ধর্ম্ম। একাকী যাওয়াটা ভাল হয় না, ছাত্রেরা কোথায়?

[তর্কবাগীশের প্রবেশ]

এই যে তর্কবাগীশ বাফা, ওহে একবার আমার সহিত যাইতে পারিবে?

তর্ক। কোথায় যাইব?

ধর্ম্ম। আমার যজমানের বাটীতে বিবাহ, তুমি গেলে চাইল কলা সব আসে, যাও তবে এস।

তর্ক। যে আজ্ঞা, চলুন তবে; (পথে গমন) মহাশয় আজিতো বিবাহের দিন নাই!

ধর্ম্ম। বাপু হে, সে কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার যজমান কুলপালক বাড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত

কুলকল্লোলে পতিত ; তাঁহার চারিটী কন্যা অনূঢ়াবস্থায় প্রায় যৌবন যাপন করিয়াছে। তিনি এতাবদ্দিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই, কুলভঙ্গ ভয়ে কন্যাগণের বিবাহ দিতেও পারেন নাই। (কিঞ্চিন্নয়ন মুদ্রিত করিয়া) আহা! হা! হা! কি মহাপাতক—রাম! রাম! রাম! বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত আছে “যাবত্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং। তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ”॥ অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যত রজোযোগ হয় তাহার পিতামাতা তত প্রাণি হত্যার পাপে পাপী হয়, এবং পৈঠীনসি কহিয়াছেন “যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ ঋতুমতী ভবতি তদা দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যেতি”। কুচযুগল-মুকুলিত না হইতেই বিবাহ দিবে এই বিধি, কিন্তু যদি অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হয় তবে কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে গমন করে, আর তাহার পিতা, পিতামহ, প্রভৃতি সকলে বিষ্ঠার হ্রদে কীটভাব লাভ করে। অতএব ঋতু হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবে এই শাস্ত্র, কিন্তু এক্ষণে বল্লালকৃত কুল-গৌরব সৌরভ-লোভে কুলপালক এই সকল যুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া কতশত পাতক না স্বীকার করিয়াছে? এতদিনের পর কোথা হইতে অশেষ দোষাকর কুলীন এক পাত্র পাইয়া অদ্য অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যা চতুষ্টয়

প্রদান করিবে ? করুক্, যাহার যাহা অভিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্তি হইলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি ?

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভাল, এক কথা জিজ্ঞাসা করি “যাহার কন্যা সে কুলীনপাত্র নাপাইলে কুল-ভঙ্গ ভয়ে বিবাহ দিতে পারে না সুতরাং তাহাতে পাপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু রজোযোগ হইলে সে কন্যাকে কে গ্রহণ করিয়া এমত্ পাপে লিপ্ত হয় ?”

ধর্ম্ম। সেও ঐ কুলীন মহাত্মারা ; তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি নেত্রপাত করেন্ না, অর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন্। তাঁহাদিগের বয়ো-বিবেচনা, গুণ-পর্য্যালোচনা, সৌন্দর্য্যাভিলাষ, জাতি-বিনাশ শঙ্কা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই ;—অর্থ-লোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন্, কাহার বা বিবাহব্যাপারে আলস্য নাই !

[অধর্ম্মরুচির প্রবেশ]

অধর্ম্ম। কে হে তুমি ‘বে’ তে আলিস্যির কথা বল্‌চো ? বে কর্ত্তে কি আলিস্যি হয় ? গেলেম্—বে কল্লেম্—যৎ-কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্—চল্যেম্—আর কি ? “বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে ?”

ধর্ম্ম। (জনান্তিক) তর্কবাগীশ, এই দেখ এক মহা-পুরুষ ! (প্রকাশে) না তাহা নয়, আমি একটা কথার

কথা কহিতে ছিলাম্ ;—আপনার নিবাস কোথা মহাশয় ?

অধর্ম্ম। শ্বশুরবাড়ি।

ধর্ম্ম। শ্বশুরবাটী নিবাস ইহা কেমন কহিলেন্ ?

অধর্ম্ম। যেখানে থাক্তে হয় সেই নিবাস।

ধর্ম্ম। আপনি কি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন্ ?

অধর্ম্ম। (সক্রোধে) আঃ আমি কি ডোম, যে ধর্ম্ম শাস্ত্র শিখে ধর্ম্মপণ্ডিত হব ?

ধর্ম্ম। আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে করে থাকে, তায় ক্ষতি কি ? বলুন্না কেন কি ব্যবসায় করেন্ ?

অধর্ম্ম। আমার বিবাহ ব্যবসা আর কি ব্যবসা ?

ধর্ম্ম। বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হয় ?

অধর্ম্ম। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা "রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই," আপনি কি কুলীনেচ্ছেলের বিষয় জানেন্ না ?

ধর্ম্ম। হাঁ জানি, বিশেষ জানি না, আপনারা শ্বশুর বাটীতে কিরূপ থাকেন্ ?

অধর্ম্ম। শ্বশুরবাড়ির সুখের কথা একমুখে কত কব ?

বরফী তুলিয়া হাতে দাঁতদিয়া কাটি।
পায়স আঙুলে করে বসেবসে চাটি॥

ভোজনে ওজন বুঝে ঘন ছুধবাটি।
শয়নে কেমন সুখ পরিপাটি পাটি ॥
আলাপে শীলতা বড় কথা কাটাকাটি।
সম্বল কিছুই নাই মুখে মালসাটি ॥
বসিয়া মজাগি করি কখন না খাটি।
অহঙ্কারভরে মোরা নামাড়াই মাটি ॥

ধর্ম্ম। হাঁ, হইতে পারে, আহারাদির ক্লেশ ঘটে না বটে, কিন্তু সংসারি মানব মাত্রেরই অর্থ প্রয়োজনীয়। যদি কোন কারণে ধনের প্রয়োজন হয়, কি করেন্?

অধর্ম্ম। তাহাও সে থায় পাওয়া যায়,—দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণে নাপেলে কি সেথা থাকি? কেন থাক্‌বো? বরং অতিত হয়ে অন্যের বাড়িই সিদ্ধপক্ক করি—তা ভাল, মশা তাড়াই—সেও আচ্ছা, তবু কুলমর্য্যাদা নাপেলে কদাচ সেথায় থাকিনে ;—আমরা এমন গুরুর শিষ্য নই।

ধর্ম্ম। শ্বশুরালয়ে অধিক দিন থাকিলে আদর ও গৌরবের কিছু হানি হয় না?

অধর্ম্ম। (ঈষদ্ধাস্য মুখে) না মহাশয়, কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বশুরবাড়িয় থাকে তত অধিক আদর বাড়ে,—তা থাক্তে পাই কৈ? ‘বচ্ছরে তিন শ ষাটি দিন’ বৈত নয়?

ধর্ম্ম। (উচ্চ হাস্য মুখে) আপনি কত সংসার করিয়াছেন?

অধর্ম্ম। আমাদ্দের কুলীনেচ্ছেলে অনেক 'বে' করে থাকে, কিন্তু আমি ধর্ম্মভীত অধর্ম্মরুচি মুখুয্যে, আমি অধিক করি নাই।

ধর্ম্ম। তবু কত শুনিতে পাই না?

অধর্ম্ম। শুন্তে পাবেন্ না কেন? আমি সাড়ে আ-ঠার গণ্ডা বৈ আর 'বে' করি নাই;—কত গুলো 'বে' কর্লে কি হবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারি কুড়ি পোনের টা 'বে' করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্ত হীন হয়েছেন তবু পেলে ছাড়েন না।

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) আপনি এত অল্প বিবাহ করিয়াছেন? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি " আপনি আপন বিবাহিত ৭৪টী স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন্?

অধর্ম্ম। ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন্, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারি নে, অথবা যার ধর্ম্ম সেই রক্ষা করে; আমাধর্ম্ম এই যে "আমরা কুলীনের ছেলে, ধর্ম্মের কিছু পেলে ছাড়িনে" সে কথায় কায কি? নমস্কার মহাশয়, আমি পিতার তত্ত্বে এসেছি, দেখি তিনি কোথায়।

[ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

ধর্ম্ম। শুনিলে তর্কবাগীশ?

তর্ক। আজ্ঞা, শুনিলাম, কি চমৎকার২! কি ভয়ানক ব্যাপার! বল্লালসেন গৌড়রাজ্যে ধর্ম্ম নির্ম্মূলনার্থ ধূম-কেতু স্বরূপ উদিত হইয়াছিল, যথার্থই বটে!

ধর্ম্ম। বাপু হে, বলিব কি? পূর্ব্বে কুলীন শব্দে নব-গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইত, এইক্ষণ আর তাহা নাই কুকার্য্যে যে লীন তাহাকেই 'কুলীন' কহে, হা বিধাতঃ! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে কিপর্য্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল! হে বসুন্ধরে, বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণ-পোষণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয় ইহা যাহাদিগের কর্ণকুহ-রেও কদাচ স্থান পায় না—সর্ব্বদাই বিবাহ বাণিজ্যে দীক্ষিত থাকে তাহাদের পাপ ভরেই তুমি ভারাক্রান্তা রহিয়াছ! স্ত্রীজাতির কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু এই সকল বল্লাল-দত্ত-কৌলীন্য-চিহ্নধারি কুলীন মহারথিরা ইহা বিবেচনা না করিয়া শতাধিক বিবাহ করেন্ ইহাতে ঐ বিবাহিত কুলকামিনী-গণের প্রত্যেকের কি ধর্ম্ম রক্ষা হয়? বিবাহের পর জীবনকাল মধ্যে কোন শ্বশুরালয়ে ইঁহারা দ্বিবার, কো-থায় ত্রিবার, পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদি-গের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কি রূপে রক্ষিত হইবে? বর্ত্তমান কালে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই, সু-তরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত ক-রিতে পায়না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবন যাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবে-চনা বিহীনা হইয়া স্বস্ব সমীহিত সাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যা-পার তাহাদের ভ্রূভঙ্গের আনুসঙ্গিক ফল হইয়া উঠে। মনু কহিয়াছেন।

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পু-ত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং"। বাল্য কালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির লোকান্তর হইলে পুত্রগণ, স্ত্রীজাতির আবরক হয় এবং

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনং। স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্"।

মনু এই শ্লোকে স্ত্রীজাতির ষট্প্রকার দূষণ গণনাতে পতির সহিত চিরবিরহেরও পাতিব্রত্য নাশকতা কহি-য়াছেন। কিন্তু বল্লালি প্রথায় কুলীন কন্যা ও কুলীন কর্ত্তৃক বিবাহিত বনিতাদিগের প্রায় অহরহই বিরহ-বে-দনা সহ্য করিতে হয়, ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে হয় সুতরাং তাহারা কি রূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে? ব্যভিচার দোষে অবশ্যই লিপ্ত হয়।

তর্ক। যথার্থ মহাশয়।

ধর্ম্ম। আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যাজনকার্য্যে ভূরিভূরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি! কি করি, কাল ধর্ম্ম সহকারে সকলি করিতে হয়!

[নিজপিতা বিবাহবণিকের সহিত অধর্ম্ম-রুচির পুনঃ প্রবেশ]

বিবাহ। তার পর বাপু, কি হলো?

অধর্ম্ম। তার পর মাধবপুরে যাচ্ছিলাম এই আপ-নার সঙ্গে সাক্ষাৎ; ভাল হল, তবে একটা মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা

করি কি কর্ব্যো বলুন্ দেখি ?

বিবাহ। কি বল ?———কেন এত বিষণ্ন মুখে রহিলে ?

অধর্ম্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মৌতাত্ কচ্ছিলাম এমন সময়ে এক বেটা নাপ্তে নকুলপুর থেকে একখানা পত্র এনে দি-লেক।

বিবাহ। নকুলপুরে তুমি কি বে করে ছিলে ?

অধর্ম্ম। আপনি কি করে জানিলেন্?

বিবাহ। বলি এ আর জান্তে কি ? কুলীনের ছেলের তিনকুলে কে আছে যে চিঠী লিখিবে ? তা পত্রে কি লেখা আছে ?

অধর্ম্ম। আমিতো লেখাপড়া শিখি নি, সেই দো-কানি তা পড়িল।

বিবাহ। কি বৃত্তান্ত ?———কেন বাপু অধোমুখে নিরুত্তর হইলে ? কোন অমঙ্গল সম্বাদ না কি ? বল বাবা, কি হয়েছে ?

অধর্ম্ম। (অধোমুখে) হাঁ—এক প্রকার অমঙ্গলই বটে, "সেথায় আমার একটী মেয়ে হয়েচে, তার অন্নপ্রা-শন নিমিত্তে আমার সম্বন্ধী আমাকে সেথায় যেতে লি-খেচে," দোকানি বেটা তো এই বল্ল্যে।

বিবাহ। আ—হা ! কন্যা হলো ! পুত্র সন্তান হলে ভাল হতো ! ঈশ্বরের ইচ্ছা এতো অন্যের সাধ্য নয়, তা কি কর্ব্যে ; তবে কিনা আমাদের কন্যাগত কুল, তাহার

বিবাহ সময়ে কুলকর্ম্ম কর্ত্তে হবে, না পারিলে কুলভ-ঙ্গের সম্ভাবনা বটে, তা কি কর্ব্যে বাপু? যাও, অন্নপ্রাশন দেয় গে।

অধর্ম্ম। বাবা, তার নিমিত্তে বল্‌চি না।

বিবাহ। তবে কি নিমিত্ত?

অধর্ম্ম। কি বল্‌বো বাবা, লজ্জা হয়; সেদেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই, তাই বলি 'মেয়েটা হলো!'

বিবাহ। (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপুহে, তাতে ক্ষতি কি? আমি "তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় এক-বারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়!" তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদ্দের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু, তারা আমোদ করে লিখেছে যাও, লজ্জা কি?

[অধোমুখেই অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

বিবাহ। (স্বগত) আমার কিছু টাকা চাই, কোথা যাই, বেলাও অনেক্‌টা হয়েছে, নিকটে কি কোন শ্বশুর-বাড়ি নাই? (চিন্তাকরিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্চে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি এক বার বে হয়ে ছিল (পুনশ্চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি না পুত্ত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্চে না—পুত্ত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না, আমার কা-ছেতো ফর্দ্দ আছে তাই দেখি না কেন? (ফর্দ্দ খুলিয়া)

হাঁ, এই যে “ ১২৫২ সালে, ৩ রা মাঘ, বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করেছি” হুঁ, দেখেছ? লেখাপড়া রাখা ভাল, মনে করে কতো রাখা যায়? লেখা ছিল এইতো মনে হলো, নৈলে কি হতো? যাই, এখন সেখানেই যাই; কিন্তু সে বামণ বামণ-পণ্ডিত, কিছু দিতে পারে এমন বোধ হয় না। ভাল, ব্রাহ্মণীর কাট-না কাটাও কি কিছু নেই? দেখে আসিনে কেন? কিন্তু যদি বাবাজীর মত আমারও কন্যা হয়ে থাকে, তবেইতো বিভ্রাট। (কিঞ্চিদ্গমন করিয়া) কোন পথটা দে যাব, কাহাকেও যে দেখিতে পাইনা, জিজ্ঞাসা করি কাকে?

[উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

(প্রকাশে) ওহে, কে হাঁ তুমি, বিমলাপুরে কোন পথে যাব, বলিতে পার?

উত্তম। বিমলাপুরে যাবেন্? আমার সঙ্গে আসুন্। আপনি বিমলাপুরে কার বাড়িতে যাবেন্?

বিবাহ। কমল ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ি।

উত্তম। তথায় কি প্রয়োজন?

বিবাহ। আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, তাই একবার তত্ত্ব বৃত্তান্ত করিতে যাই।

উত্তম। মহাশয়ের নাম কি?

বিবাহ। আমার নাম শ্রী বিবাহবণিক মুখো-পাধ্যায়।

উত্তম। তবে আমি প্রণাম করি (প্রণিপাত)

বিবাহ। বাপু তুমি কে? আমাকে প্রণাম করিতেছ।

উত্তম। আমি মহাশয়ের পুত্র, আমার নাম উত্তম মুখোপাধ্যায়।

বিবাহ। পুত্র! সে কি? তুমি কাহার দৌহিত্র?

উত্তম। আমি বিমলাপুরের শ্রীযুক্ত কমল ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্র।

বিবাহ। তবে যথার্থইতো বটে, এস২ বাছা এস, (মস্তকে হস্তার্পণ)

উত্তম। আমি আজি কৃতার্থ হইলাম—'জন্মাবধি পিতৃ দর্শন পাই নাই'।

বিবাহ। (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভ দৃষ্টি মাত্রই যাহউক। কৈ, অধর্ম্মরুচি বাফা এখন কোথায়,—কন্যা-হয়েছে বলে বড় ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে! (প্রকাশে) হাঁ, আমারও আজি পরম আহ্লাদ—'পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল'।

উত্তম। মহাশয়ের শরীর ভাল আছে?

বিবাহ। হাঁ বাপু। তোমাদের সকল মঙ্গল?

উত্তম। আজ্ঞা, শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল।

বিবাহ। (স্বগত) দূর হউক, আর সেথায় যাব না, (প্রকাশে) উত্তম,—বাপু তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হলো, সেথাকার সংবাদ পাইলাম, তবে আর যাইবার

আবশ্যকতা কি? তুমি যাও, আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় যাই।

উত্তম। না মহাশয়, আপনাকে যেতে হবে, চলুন্।

বিবাহ। কেন আর মিছে কর্ম্ম ভোগ? সংবাদ তো পেলাম।

উত্তম। না না, তা হবে না, যেতেই হবে।

বিবাহ। কেন, তুমি এতো আকিঞ্চন করিতেছ কেন?

উত্তম। আজ্ঞে, আমি আকিঞ্চন করিতেছি তাহার কারণ আছে।

বিবাহ। কি নিমিত্ত বল, শুনি।

উত্তম। মহাশয়, আজি তিন বৎসর হইল আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম সে সম্বাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অদ্য আপনকার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এই সম্বাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এতো আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি;—তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতৃ ঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।

বিবাহ। (হাস্যমুখে স্বগত) স্বামী স্ত্রীর সকলই দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান্ তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট! (প্রকাশে) চল বাপু তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[গর্ভবতীর প্রবেশ]

গর্ভ। (রোদন করিতে২)

সংসারেতে ছিল সাধ, তাহে হলো বিসংবাধ,
বিধাতা সাধিল বাধ, সাধনা পুরাল না।
বাঁচিয়া নাহিক সুখ, কেবল সতত দুখ,
দেখাইতে কালামুখ, আর নাহি বাসনা॥
একোটা এক প্রকার, দেখে হই চমৎকার,
গুণকথা কহি কার, কেহ ভাল বাসে না।
শাশুড়ী বাঘিনী প্রায়, ননদী নাগিনী তায়,
যদি কোন ছল পায়, তবে রক্ষা থাকে না॥
প্রতিবাসী যদি আসি, হয় মোরে মিষ্টভাষী,
অমনি সে সর্ব্বনাশী, প্রকাশিতে ছাড়ে না।
শাশুড়ী তা শুন্তেপেলে, ভূতছাড়া করে গেলে,
দিতে এসে নুড়ো জ্বেলে, বিবেচনা করে না॥
পেলে অপরাধ তিল, তালের সমান কীল,
বুকে পিঠে লাগে খিল, নাহি থাকে চেতনা।
ভাতারের মুখে ছাই, মরণতো তার নাই,
তা হলে নিকুলে যাই, ঘুচে সব যাতনা॥
মরি সদা মনস্তাপে, কি দেখে দিয়েছে বাপে,

খাকু তাকে কাল সাপে, যে করেছে ঘটনা।
মরণ হইলে হয়, পোড়া প্রাণে কত সয়,
যম গেছ যমালয়, একবার ডাক না॥

আমিতো আর সহিতে পারিনে, বিধাতা যদি দিন দেয় তবেই দিন পাব! যাই দেখি পুরুতের বাড়ি (পথি-মধ্যে) এই যে পুরুত ঠাকুর, এই দিকেই আশ্চেন। (নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া রোদনারম্ভ করিল)

ধর্ম্ম। কেও? হরির মা? কেন মা রোদন করিতেছ। বালকেরা তো ভাল আছে?———কেন মা? নে ২? বড় রোদন করিতে লাগিলে, কিজন্যে? চক্রবর্ত্তি বাফা কি কিছু বলিয়াছেন?

গর্ভ। আমার আর কেউ নেই, আপনি রক্ষা করুন্ (চরণ ধারণ)

ধর্ম্ম। কেন২ মা? ছাড়২, আমাকে যাহা বলিবে তা-হাই করিব;—বল কি করিতে হইবে?

গর্ভ। "এবার যেন আমার এটী মেয়ে হয়" এই সংকল্প করে কালি কিছু স্বস্ত্যেন করিবেন বলুন, নৈলে আমি তোমার কাছে স্ত্রীহত্যা হব!

ধর্ম্ম। অবশ্য করিব, এই বৈতো নয়, তাহার নিমিত্ত আর চরণ ধারণ কেন? ছাড়।

গর্ভ। (চরণ ত্যাগ করিয়া) তবে আমি উয্যুগ, ক-রি গে?

ধর্ম্ম। হাঁ, যাও, একটী কন্যা কি ইচ্ছা করিয়াছ? (হাস্যমুখে) হাঁ, হাঁ, অভিলাষ হইতে পারে, কন্যা সন্তানটা বড় স্নেহ পাত্র বটে, বিশেষত “দশপুত্র সমা কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে” কন্যা যদি সৎপাত্রে প্রদান করা হয় তবে সে কন্যা দশপুত্র তুল্যা। আর কন্যা দানের ফলও বড়—ক্রিয়া যোগসারে কথিত আছে “কন্যাদানকৃতো নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ”। যে ব্যক্তি কন্যাদান করে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়। এই সসাগরা ধরা দান করিলে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্যে কন্যাদাতার অধিকার, ইহার প্রমাণ বচনটা তর্কবাগীশ স্মরণ হয় হে?

তর্ক। আজ্ঞা, বড় মনে হইতেছে না।

ধর্ম্ম। নাই হলো, ভারতেও লিখেছেন “দৌহিত্রস্য মুখং দৃষ্ট্বা কিমর্থমনুশোচতি। এবং, তেন দৌহিত্রজান্ লোকান্ প্রাপ্স্যামিতি মে মতিঃ”। কন্যা সন্তান দ্বারা দৌহিত্র-মুখ দর্শন হয় তাহাতেই ‘দৌহিত্রজ’ নামে স্বর্গ লাভ হয়, সুতরাং এই সকল কার্য্য অনুসন্ধান করিলে কন্যা সন্তান প্রসবে অভিলাষ হয় বটে।

গর্ভ। তার্জ্জন্যে বড় নয়।

ধর্ম্ম। তবে কি নিমিত্ত কন্যার প্রার্থনা?

গর্ভ। সেই পোড়ারমুকো মিন্‌ষে আমাকে মেরেছে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম্ম। রাম রাম! স্ত্রীলোকের নিগ্রহ, একি! “স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু”। দেবতারা কহিয়াছেন “পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকই ভগবতীর অংশ” তৎপ্রতি

দণ্ড, একি! বিশেষত মনু কহিয়াছেন “শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং। ন শোচন্তি হি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা”। যে কুলে কুলকামিনীরা রোদন করে সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে তাহারা আহ্লাদিত থাকে সে কুল সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল হয়, অতএব চক্রবর্ত্তী কেন ধর্ম্মাতিবর্ত্তী হইয়া তোমাকে নিগ্রহ করিলেন? বাছা তুমি কি কোন অপরাধ করিয়াছ?

গর্ভ। এমন্ কিছু করি নাই কেবল পুত্র প্রসব করেছিলাম্।

ধর্ম্ম। তাহাতে অপরাধ কি? সৌভাগ্যবতী নারীই পুত্র প্রসব করে, বিশেষত “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ”। পুত্রের নিমিত্তই দার গ্রহণ করিতে হয় নতুবা ভার্য্যার প্রয়োজন কি? বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে “পুন্নাম্নোনরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্রইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা”॥ যে ব্যক্তি ‘পুন্নাম’ নরক হইতে নিষ্কৃতি করে সেই পুত্র, যাহার দুরদৃষ্ট দোষবশে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত না হয় তাহাকে পুন্নাম নরক ভোগ স্বীকার করিতে হয়। অতএব পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছ, তাহাতে অপরাধ কি?

গর্ভ। না, এক পুত্র না, অনেক পুত্র প্রসব করেছি।

ধর্ম্ম। তাহাতো অতি উত্তম “এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ”। সংসারিরা বহু পুত্র ইচ্ছা করিবে যেহেতু অনেক পুত্র মধ্যে যদি কেহ গয়াধামে

গমন করে, তাহা হইলেই চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অনা- য়াসে উদ্ধার হইতে পারে। আর এক পুত্রে বংশ রক্ষার ও সন্দেহ, ভারতে কথিত আছে "একপুত্রো হ্যপুত্রোমে মতঃ কৌরবনন্দন। একচক্ষুর্যথা চক্ষুর্নাশে তস্যান্ধএবসঃ"। যেমন কাণ ব্যক্তির বর্ত্তমান যে এক চক্ষু তাহে আস্থা নাই, তন্নাশ হইলে অন্ধ হইতে হয় সেইরূপ এক পুত্রির সে পুত্র বিনাশ হইলে তাহার বংশ নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। বিশেষত নিমিত্তনিদানে ক- থিত আছে "বহুপুত্রবতী নারী সুখসৌভাগ্য শালি- নী"। যে স্ত্রী বহুপুত্র প্রসবিনী সে লক্ষণাক্রান্তা, অ- তএব হরির মা, বাছা তুমি অনেক পুত্র প্রসব করিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ ইহাতে তোমার অপরাধ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গর্ভ। তবে আপনি শুনুন্, আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচ্টা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন্, আরো এখনো দুটো আছে। আমার চারিটীই ছেলে, মেয়ে হয় নি তাই আমাদ্দের সেই মি- ন্যে আমারে সব্বদা তাড়না করে, বলে 'এমন্ হতভা- গিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে'। এবার আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমাকে নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে 'এবার যদি না মেয়ে হয় দূর করে দেবো' তাই আপনি দয়া করে কিছু স্বস্ত্যেন করুন্ যেন এবার মেয়ে হয়—আর আমি জ্বালা সৈতে পারিনে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম্ম। (কর্ণে কর দিয়া) আঁ একি শুনি ? রামও ! নারায়ণও ! কন্যা বিক্রয় ! যাহা শ্রবণেও পাপ স্পর্শে। এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অভিরুচি ! হা ভগবন্, এ কি ? পদ্মপুরাণে কথিত আছে " কন্যা বিক্রয়িণোনাস্তি নরকান্নিস্কৃতিঃ পুনঃ "। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে তাহার নরক হইতে নিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে। এবং ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে " যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ। স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংকুলং "। যে ব্যক্তি নিতান্ত ধন গৃধ্নুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যা বিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠা হ্রদ নরকে গমন করিতে হয়। এবং " কন্যা বিক্রয়িণঃ পুংসোমুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ। পশ্যেদজ্ঞানতোবাপি কুর্য্যাদ্ভাস্করদর্শনং ॥ যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ির মুখাবলোকন করে সেও সূর্য্য দর্শন স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। " যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম কন্যা বিক্রয়িণঃ পুনঃ। শুভং তৎ সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি "। কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম্ম করে তাহাও তাহার বিফল হয়। আর অধিক কি বলিব " তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী "। কন্যাপুত্র বিক্রেতা যে স্থানে বাস করে সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়। অপর কুলসর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিত আছে " নকুর্য্যাদর্থসম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচন "। কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিতক দাচ অর্থ সম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যা-বিক্রয় দোষে

লিপ্ত হয়, এই শাস্ত্রানুসারে অদ্যাবধি সজ্জনগণ কদাচ বরপক্ষের দ্রব্যসামগ্রীও গ্রহণ করেন্ না এবং দৌহিত্র মুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বে জামাতৃ গৃহে অভ্যবহারেও বিমুখ থাকেন। শাস্ত্রে এই রূপ শুক্রবিক্রয়ির অশেষ প্রকার নরক লেখে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামর প্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে! বাছা হরির মা, তুমি এক্ষণে গৃহে যাও, আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম তোমার কন্যা হইবে, আর স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে না।

[গর্ভবতীর প্রস্থান।

তর্কবাগীশ শুনিলে, কি কদর্য্য ব্যবহার! কন্যা বিক্রয়, কি আশ্চর্য্য২ !!!

তর্ক। সম্পন্ন ব্যক্তিরা কি করে? যাহারা দরিদ্র তাহারা কি করিবে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্তই এই সকল পাপ স্বীকার করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম। রেখে দেওহে সংসার যাত্রা। বৃক্ষে কি পত্র নাই?—নদীতে কি জল নাই?—অরণ্য ভুমিতে কি স্থান নাই?—পল্লবে কি শয্যা রচনা হয় না?—বামবাহু কি উপধান হইতে পারে না?—বল্কল কি পরিধেয় নহে? এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত অযত্ন সুলভ কি না আছে? কি না পাওয়া যায়? সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়—সকলই মিলে—তবে কি নিমিত্ত এই মহাপাতক?

তর্ক। মহাশয়, বর্ত্তমান কালীন মানবগণমধ্যে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা অত্যল্প লোকের আছে, অলৌকিক যে পাপপদার্থ তাহা কত লোকে বিবেচনা করে? সুতরাং তাহাতেই এই দুষ্কার্য্যের প্রচার আছে।

ধর্ম্ম। তা শাস্ত্রই যেন না মানিলেক, কন্যা বিক্রয়ের দৃষ্টদোষও দর্শন করে না?

তর্ক। দৃষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্ম। শুন্‌বে, শুন "আজন্ম পর্য্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক যে কন্যার লালন-পালন করা যায়, পোষিত গৃহ কুক্কুটের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় করা কি বিহিত কার্য্য? বিশেষত কন্যাবাণিজিকেরা পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, রীতি, চরিত্র, কিছুই বিবেচনা করে না যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন করে, "—আহা! তাহারা কি নির্দয়!! কি নিষ্ঠুর২ !!! এই সকল ব্যাপারেই এতদ্দেশে মহা অমঙ্গল ঘটিতেছে।

তর্ক। দেশের অপকার কি?

ধর্ম্ম। নয় কেন? "কোন ব্যক্তি, রুগ্ন, ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধন গৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার অমূল্য যৌবন ধারণের বৈফল্য বিধান করিতেছে" কোথা বা "উত্তম বিদ্বান্, রূপবান্, চরিত্রবান্, যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে' ইহাতে এপ্রদেশে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে দেখ দেখি।

তর্ক। ভাল, প্রজার পক্ষে এমন্ অনিষ্ট, রাজা কেন বিবেচনা করেন্ না ?

ধর্ম্ম। ঐতো আক্ষেপের বিষয়! বল্লালি কুপ্রথার পরিবর্ত্তনে ও অপত্য বিক্রয় বারণে যদি রাজ-পুরুষেরা মনোযোগি হন তবেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাঁহারা প্রজার ধর্ম্মে হস্তার্পণ করেন্ না!

তর্ক। মহাশয়, এতো ধর্ম্ম নয়, যাহা বিহিত কার্য্য তাহাই ধর্ম্ম। এক ব্যক্তি 'যত অভিলাষ ততই বিবাহ করিবে,' কেহ বা 'বিবাহ করিতেই পারিবে না'—ইহা কি প্রকারে বিহিত হয়? বিশেষত "রাজ্যে মনুষ্য-বিক্রয় হইবে না" এরূপ রাজনিয়ম আছে, এ নিয়মানুসারে কন্যা বিক্রয় নিষেধ হইতে পারে এবং "স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হয়" এ নিয়মেও ফলেং বিবাহ-বাণিজ্য নিবারণ হয়।

ধর্ম্ম। হাঁ বাপু, ভাল বলিয়াছ। আমিও এই বঙ্গরাজ্যের সাময়িক উন্নতি দেখিয়া বোধ করি ক্রমশ রাজ-পুরুষেরা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনিতো কন্যা বিক্রয়ের দোষঘোষণ করিলেন, ভাল, কন্যা ক্রয় করিয়া যাহারা বিবাহ করে তাহাদিগের কিছু দোষ আছে কি?

ধর্ম্ম। কিছু কেমন্?

তর্ক। বলুন্ না কি দোষ, শুনিতেং যাই—ভাল, জানা থাকা ভাল।

ধর্ম্ম। ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহই সিদ্ধ হয়

না; অন্যেপরেকাকথা "ক্রয় ক্রীতা তু যা নারী ন সা প-ত্ন্যভিধীয়তে। ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ"॥ ক্রীত বিবাহিত স্ত্রী 'দাসী তুল্যা,' পত্নী নহে। আর তাহার পুত্রও 'দাস পুত্র' বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত আছে। "ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে। তস্মা-দেষা জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্তু স স্মৃতঃ"॥ এবং বিক্রীত কন্যার পুত্র সকলধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত তাহাকে চণ্ডা-লতুল্যও কহিয়াছেন। "বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যোজায়তে দ্বিজঃ। স চণ্ডালইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ"॥ অপর রাজা যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন্ তাহা হইলে সে স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না;—ব্রাহ্মণ যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন্ তবে সে স্ত্রীর পুত্র তাঁহার শ্রাদ্ধা-ধিকারী হয় না, সে পুত্র সকল পুত্রের অধম "ন রাজ্ঞো রাজ্যভাক্ স স্যাদ্দ্বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃন্নচ। অধমঃ সর্ব্ব পু ত্রেভ্যস্তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ"॥

তর্ক। মহাশয়, এ সকল প্রমাণ কোথাকার?

ধর্ম্ম। কেন? অতি প্রাচীন দত্তক মীমাংসায় ধৃত হইয়াছে।

তর্ক। তবেতো ক্রয় করিয়া বিবাহ করাও অতি মন্দ?

ধর্ম্ম। হাঁ (শংঙ্খবাদ্য শুনিয়া) চল২ আমরা যাই (কিয়দ্দূরে যাইয়া) এই যে কুলপালকের বাটী, চল প্রবিষ্ট হওয়া যাউক।

তর্ক। আজ্ঞা, অগ্রসর হৌন।

[বাটীর মধ্যে উভয়ের প্রস্থান।

[নিজ শিশুর সহিত সুমতির প্রবেশ]

সুমতি। (শিশুরপ্রতি) বাছা একবার ডাক্না, মদ্যে গেল কোথা? ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছে-লেটা নে যাকু না কেন?

শিশু। ওমা, তুই আমাকে ফলারে নে যা, আমি তোস্‌সঙ্গে যাব।

সুমতি। বাছা, আমি কি সেথায় যেতে পারি?

শিশু। কেন পারিস্ নে—তুই পারবি।

সুমতি। আমি যে মেয়ে মানুষ, কেমন করে যাব?

শিশু। না, তুই মেয়ে মানুষ্ নয়—তুই যাবি—আয়, আমার সঙ্গে আয় (অঞ্চলাকর্ষণ)।

সুমতি। না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্ব্বো; তুই ডাক্, সে এখন তোকে নে যাবে।

শিশু। ওমা, কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে?

সুমতি। সেই মিন্‌সেকে ডাক্,—থাকে২ নিউদ্দেশ হয়।

শিশু। কোন্ মিন্‌সেকে মা? যে আমাদের ঘর ছেয়ে ছিল?

সুমতি। না না, তাকে কেন?

শিশু। তবে আবার কোন মিন্‌সেকে ডাক্‌বো?

সুমতি। সেই কত্তাকে রে কত্তাকে; ছেলেটাও তেম্নি!

শিশু। কোত্তাকে, তাই বল্না কেন? আয় তু তু তু।

সুমতি। (সক্রোধে) না রে পোড়াকপালে ছেলে, কুকু-রকে কেন?

শিশু। (সরোদনে) আঁ২, তুইযে বল্যি কোত্তাকে ডাক, তবে আবার কোত্তা কে?

সুমতি। সেই তোদ্দের তাকে।

শিশু। (সাভিলাষে) ওমা আমাদ্দের তাকে কি আছে মা, বল্‌না মা, বল।

সুমতি। কি দায় হলো! এখানেও কেউ নাই যে বলে দেয়।

[উদর পরায়ণের প্রবেশ]

উদর। (উদরে হস্তদিয়া)

কালে২ সবগেল কি হইল ভাই।
পূর্ব্বমত ফলার নয়নে দেখি নাই॥
থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।
খাইতে২ তাহা হইত অরুচি॥
দিন২ কত২ জুটিত ফলার।
এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার॥
এমন দুর্ভাগাদেশে মারী ভয় নাই।
ভাবি সদা কোথা গেলে আদ্য শ্রাদ্ধ পাই॥
বিবাহের দফারফা বল্লালে করেছে।
খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে॥
তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
ফলার সন্ধান করি খুজিয়া২॥

হায় কিছুই হলো না ! এতোটা পরিশ্রম !

পরিশ্রম হলো সার, নাহি মিলিল ফলার,
ফল আর জীবনে কি আছে।
গৃহ অন্নে নাই রুচি, ত্যজিছি লক্ষ্মীর খুচি,
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাঁচে॥

শিশু। ওমাঽ, এই যে বাবা এয়েচে, আমি বাবার সঙ্গে যাব।

উদর। কিরে তুই এখানে কেন ? একা এসিছিস্ নাকি ?

শিশু। (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক) এই যে বাবা এয়েচেঽ, ওবাবাঽ আমি মারসঙ্গে এইচি, ঐ মা দাড়িয়ে আছে (হস্তদ্বারা দর্শায়)।

উদর। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি ! এমন্ যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর ! লজ্জা নাই ! ভাদ্র মাসের তা- লের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না ? এই চারি দিগে পুরুষ এখানে আসা, দেক্‌বি একবার ?

শিশু। বাবা, মা তোকে ডাক্‌তে এয়েচে।

উদর। আমারে ডাক্‌তে এসেছে কি আর কাকে ডা- ক্‌তে এসেছে, তার নিশ্চয় কি ?

সুমতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বল্‌তে এসেচি।

উদর। (সানন্দে) আঁা, কি বল্যি ! নিকটে য়ায়ঽ, এ

খানে কেহই নাই, এতো লজ্জাই কি? ভাল তুইতো আর নবধ্বাগমনের বৌ নোস্, (সুমতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্ কি! নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ?

সুমতি। অনিমন্তন্ন আবার কি?

উদর। তুই মেয়ে মানুষ কি বুঝ্বি? নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক মজা, নিমন্ত্রণে পেটে যাওয়া হয়, কিন্তু অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে দুয়েতেই হয়।

সুমতি। তা এতো আমি জানিনে; বাড়ুয্যের বাড়ি নিমন্তন্ন হয়েছে, সেথায় বে।

উদর। ঐ ওপাড়ায় কুলপালকের বাড়ি? ফলার কেমন রকম্?

সুমতি। (সাঙ্গভঙ্গে) 'ফলার আবার কেমন রকম্, কথা শুন্‌লে গা জ্বালা করে।

উদর। হা ক্ষেপি, কিছুই যানিস্‌নে, ফলার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম, আর অধম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শুন্‌বি? শুনে রাখ, যদি কখন কাযে লাগে।

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছক্কা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই॥

নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডাগণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে স্থখো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে,
উত্তম ফলার তাকে কই॥

মধ্যম ফলার॥

সরু চিড়ে স্থখো দই, মত্তমান ফাকাখই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥

অধম ফলার।

গুমো চিড়ে জলো দই, তিতগুড় ধেনো খই,
পেট ভরা যদি নাই হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাতদিয়ে পাত চাটে,
অধম ফলার তাকে কয়॥

এইতো তিন প্রকার ফলার, তা সেথায় কোন প্রকার ?

সুমতি। তা আমি কি জানি? আমি তো সেথায় যাই নাই।

উদর। পায়২ যেতে পারিসনে? এবার অবধি যাস্ইে।

সুমতি। (সহাস্য মুখে) ভাল তাই হবে, এখন তুমি যাও আর রঙ্গে কায নাই।

উদর। চল্যেম—দুর্গা দুর্গা।

শিশু। ও বাবা, আমি যাব।

উদর। (সক্রোধে) আঃ, পেচু ডাক্‌লি, দূর হ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটী ফলার পেলাম, এই তার দফা রফা হলো।

সুমতি। ছেলে মানুষ, জ্ঞান কি? তুমি ওকে সঙ্গে নে যাও।

উদর। হাঁঃ, একেতো সেই থুব্‌ড়ো মেয়েদ্দের বে, তায় আবার এই অযাত্রা। তুই ওকে নে ঘরে যা।

শিশু। (সরোদনে) আঁ আঁ আঁ—ওমা আমি যাব।

সুমতি। (ঈষৎক্রোধে) আঃ, নে যাওনা কেন—ও কি তোমার ভাগ কেড়ে খাবে? ছেলে মানুষ, কাঁজ্‌চে।

উদর। মর মাগি, ওকে নে গে কি হবে? ও কি ফলার কর্ত্তে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন্‌রে, ফলার কর্ত্তে পার্‌বি?

শিশু। হা, আমি পার্‌বো।

উদর। ভাল, কেমন্ পার্‌বি বল্ দেখি ‘ কখানা পাত পাত্‌বি ? ’

শিশু। আমি ‘এক খানা পাত পাত্‌বো’।

উদর। (সভ্রূভঙ্গে) এক খানা পাত? তবে খাবি বা কিসে—নিবি বা কিসে, বল্ দেখি?

শিশু। আমি সব্ খাব।

উদর। তবেই হলো, আজিও তুই কিছুই শিখ্‌লিনে?

সুমতি। আঃ, শিকিই কেন দেওনা? তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেছ? ছেলে মানুষ্, কি জানে, এত তাড়না কর কেন?

উদর। আঃ মলো, এমাগী বলে কি? ফলার কি কেউ কারু শেখায়? আমি আপনাহতেই শিখিছি, কিন্তু ছেলেটা তেমন হলো না! হবে কি, তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠশালে পাঠাইস্, তাহাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির আঁক পাড়্‌লে ধার কর্জ্জ হয় জানিস্‌নে? আমারও ঐ রূপ কিছু দিন হয়েছিল, মা বাপ্ আমাকে গুরু মহাশয়ের কাছে দশ বার দিন পাঠাএছিল, তাতেই আমি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল সেই মা বাপ্ অমনি অক্কা পেলে, আর আমায় পায় কে। তুই তেম্‌নি এ ছেলেটার মাথা খেতে বসিছিস্, ওকে নষ্ট কর্‌বি?—যা ইচ্ছে, আমি ওরে নে যেতে পারবো না।

শিশু। (সরোদনে) আমি যাব, আঁঃ।

সুমতি। ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও খেয়ে আস্‌বে।

উদর। ভালই খেতে পায় না—মন্দ সামগ্রী খেতে পাবে না কেন? তুই মাগি ভারি দুষ্ট, আমার অখ্যাত কচ্চিস্।

সুমতি। তুমি একে নে যাও, আর রঙ্গে কায নাই।

উদর। কি আপদ্, ওকে নে গে কি হবে? ও কি খেতে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, তুই ফলার কর্ত্তে শিখিছিস্?

শিশু। (চক্ষুর জল মুছিয়া) হাঁ শিকিচি।

উদর। আচ্ছা, বল দেখি কেমন শিখিছিস্ 'ফলারে গে কি খাবি?'

শিশু। বাবা, 'আমি পরমান্ন খাব'।

উদর। দেখ্‌লি মাগি, দেখ্‌লি; ও বানর—ওর কি বুদ্ধি আছে? ফলারে কি পরমান্ন থাকে? (শিশুর প্রতি) ওরে লুচি, মতিচূর, সন্দেশ, দই, এই সকল আছে, এর-মধ্যে 'আগে কি খাবি?'

শিশু। আমি আগে 'দই খাব'।

উদর। (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) মরে যা, এমন সন্তান থাকা চেয়ে না থাকা ভাল! আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে?

[রোরুদ্যমান শিশুকে অভিমানে ক্রোড়ে নিয়া গৃহে সুমতির প্রস্থান।

যাকু উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পথে গমন)

কৈ কাহাকেও যে দেখি না, একলাই যাব ? (অগ্রে দে-খিয়া) এই যে ন্যালেঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন।

[ন্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ]

ন্যায়া। কে হে তুমি, কোথায় যাইতেছ ?

উদর। আমি, মহাশয় বের নিমন্ত্রণে যাবেন্ না ?

ন্যায়া। (নস্য লইয়া অট্টহাস্য মুখে) বিবাহ কোথায় হে ? ও পাড়ায় একটা বৃষোৎসর্গ।

উদর। আমি শুনিলাম 'বাঁড়ুয্যের বাড়িয় বে'।

ন্যায়া। হাঁ হাঁ, তাই বটে। কুলপালক একটা বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি 'বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ'। তাহা সে স্থানে গমন করিয়া কি হইবে ? কিছুই না, চতুষ্পাটীর অর্দ্ধ মুদ্রাও পাওয়া দুষ্কর ! কুলীন বরের বিবাহ কি বিবাহ ?

উদর। আমি কুলীন মৌলিক খুঁজি না, চৌবাড়ির টাকারও অনুসন্ধান করি না, বুঝিতে পারি 'ফলার ভাল হলেই বে ভাল হয়'।

ন্যায়া। হাঁ, তাহা তোমার পক্ষে বটে। "কন্যাবরযতে রূপং মাতাবিত্তং পিতাশ্রুতং। বান্ধবাঃ কুল মিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"। অর্থাৎ কন্যা—বরের উত্তম রূপ হইলেই ভাল বিবাহ বোধ করে ; কন্যার মাতা —যে বরের ঐশ্বর্য্য আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থা হয় ; কন্যার পিতা—বিদ্বান্‌কে জামাতা করিতে নিতান্তই অভিলাষী থাকে ; এবং কন্যার ভ্রাতা,

পিতৃব্য-ভ্রাতা, প্রভৃতি বান্ধবগণ—বরের কৌলীন্য বিবেচনা করে; কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিরা উত্তম মিষ্টান্ন পাইলেই অত্যুত্তম বিবাহ বোধ করে থাকে। সুতরাং তোমার পক্ষে ফলার ভাল হইলেই বিবাহ ভাল হয়।

উদর। আজ্ঞা, ঠিক্ বলেছেন। তবে যাবেন্ না কি?

ন্যায়া। চল যাওয়া যাকু, যাওয়াটা ভাল।

উদর। আসুন্ মহাশয় (উভয়ের কিঞ্চিদ্গমন)।

ন্যায়া। নাহে, ওপথে স্ত্রীলোকে গমনাগমন করিতেছে, এই পথেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[জলকলস কক্ষে মাধবী ও মহিলার প্রবেশ]

মাধবী। (স্বগত) আঃ, এপোড়া বসন্তকাল আর কতো কাল থাকিবে? যায়২ তবু যায় না, আর যে বাঁচি না?

দুরন্ত বসন্ত কাল, এযে যুবতীর কাল,
কালপেয়ে কি কাল ঘটায়।
পতির বিচ্ছেদ বাণ, কতো আর সহে প্রাণ,
বুঝি ত্রাণ নাহি ইথে পায়॥
কলঙ্ক শশাঙ্কোপরে, সুধাময় বিষকরে,
বরিষণ করে নিরন্তর।
নাম তার নিশাকর, লোকে কহে সুধাকর,
আমি বুঝিলাম বিষাকর॥

মঞ্জরিল তরুগণ, ফল পুষ্পে সুশোভন,
লতায় বেষ্টিত হয়ে শোভে।
হেরিয়া চূতমুকুল, অলিকুল অনুকুল,
ব্যাকুল হইল মধুলোভে॥
বিহঙ্গম ঝাঁকে২, শাখায়২ ডাকে,
কল২ ধ্বনি অবিরত।
অতি সুমধুর স্বরে, গান করে পিকবরে,
কুহু২ শব্দ করে কত॥
পাখি বহুকথাকহ, বলে বহু কথা কহ,
শুনি মনে শোক উপজিল।
বনের পাখির কথা, শুনে পাই মনো ব্যথা,
কালে২ কিকাল ঘটিল॥
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, মত্ত হয়ে রস রঙ্গে,
অনঙ্গের যজ্ঞ পূর্ণ করে।
সারি২ শুক সারী, গান করে কত সারি,
মরি২ কি হলো অন্তরে॥
মরাল মরাল বধূ, কেলি করে পেয়ে বঁধু,
দেখি মোর বঁধু মনে হয়।
দিবে কি সে দিন বিধি, পাব কি সে গুণনিধি,
পাইলেও নাহয় প্রত্যয়॥

সরোবর সুনির্ম্মল, শত২ শতদল,
তাহে আর নানা জলফুল।
কমলিনী সুসংমানে, নিরন্তর মধুদানে,
পরিতোষ পায় অলিকুল॥
মাধবীর মকরন্দ, ভরে হয়ে মন্দমন্দ,
গন্ধবহ বহে নিরন্তর।
মলয় আলয় ছাড়ি, সদা ফেরে বাড়ি২,
বিরহির দহিতে অন্তর॥
এ সব সামন্ত যার, বসন্ত নাম তাহার,
অনুমানি মদন প্রেরিত।
ছাই হয়ে ছাই হলো, মরে বাঁচে দেখাগেলো,
হায়২ একি বিপরীত॥
এবার করেছি পণ, পূজি সেই ত্রিলোচন,
বর মেগে লব মনোমত।
কন্দর্পের দর্প চূর্ণ, পুন হলে আশাপূর্ণ,
এবার না বাঁচে হলে হত॥

মহিলা। (পশ্চাদ্ভাগে দেখিয়া) কেও? ওলো মাধবি দিদি, চলে আয়২, একা২ কি বল্‌চিস্?—এটু শীঘ্রি আয়, কলসীই কি এত ভারি? জল বৈ তো নয়।

মাধবী। যাই গো যাই, এটু দাঁড়া। (নিকটে আগমন)

মহিলা। আছিস্তো ভাল ? অনেক দিন দেখিনি কেন ? (দেখিয়া) কেন বৌন্ এত কাহিল হয়েছিস্ ? কেন, মুখ মলিন, এমন বিশ্রী কেন হলি ?

মাধবী। আর সখি বিশ্রীর কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ ? এই সরস মধুসময়ে মধুকরের সম্পর্ক না থাকিলে মাধবীর কি মনোহর শোভা হয় ?

মহিলা। না ভাই, তোর কথা বুঝা যায়্ না, তুই খান্দুই বহি পড়েছিলি, তাই একবারে অধ্যাপক ভট্চায্যির মত কথা কইস্ ! ভাল করে না বল্যে আমি বুঝ্তে পারি নে।

মাধবী। সখি তোমার মন এমন্ সরল যে আমার কথাও বুঝিতে পার না ? বলি কি, কৃতান্ততুল্য দুরন্ত এই বসন্তকাল, এ সময়ে কান্ত বিরহে অন্তঃকরণ অশান্ত হইয়াছে তাহাতে কি রূপে সরসবদনে মদনবাণ সহ্য করি ? তাই ম্লান মুখে আছি।

মহিলা। সই, তুই মদন মদন কচ্চিস্ মদন আবার কে ? আমাত্তো এতো বয়েস্ হয়েছে আমি কখন মদন খাইও নি। ছুঁইও নি ; তা বল্না ভাই মদন কেমনতর ?

মাধবী। (হাস্য মুখে) মদন কি খেতে ছুঁতে হয় ? সে একজন দেবতা, কিন্তু পূজা করিলে তুষ্ট হয় তেমন্ দেবতা নয়।

মহিলা। তবে কেমন্ দেবতা ? অপদেবতা ? এই ভূত টুত যেমন তেম্নি নাকি ?

মাধবী। ভূতই এক প্রকার বটে, কিন্তু অন্য ভূতে পেলে মন্ত্র তন্ত্রে ছাড়ে, ইহার আর সে যো নাই।

মহিলা। (সভয়ে) ওমা কি হলো? পাছে আমায় পায়। ওলো মাধবি দিদি, কোথা যাব? রাম২!

মাধবী। মরণ্ আরকি, এই যে বলে "হস্তির কাঁধে এসে যায়, হাম্মা দেখে ভয় পায়" তাই যে দেখি!

মহিলা। না দিদি, যথার্থ আমার ভয় হয়েছে।

মাধবী। ভয় কি লো? সেকি সত্য সত্যই 'ভূত?' ভূত নয় রে সে 'অদ্ভুত'।

মহিলা। তবে সে কি করে? তার ক্ষমতা কি!

মাধবী। তার অসাধারণ ক্ষমতা! তার বিক্রম অতি আশ্চর্য্য!

মলয়ের সমীরণ রণরথ যার।
পঞ্চাধিক নাহি শর যুদ্ধ করিবার॥
নিজে সে অতনু কাম ফুলধনু করে।
যে ধনুর ছিলা বাঁধা মত্ত মধুকরে॥
বসন্ত সামন্ত মাত্র নাহি অন্য মিত্র।
তথাপি সে বিশ্বজয়ী এবড় বিচিত্র॥
নির্জ্জরও যার বাণে সদা জর২।
কার সাধ্য তার রণে হয় আগুসর॥

সে দুর্জ্জয় মদন কি না করিতে পারে? এই বিশ্ব সংসারে তাহার অসাধ্য কি আছে?

মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেব দেবর্ষি দানব।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রাক্ষস মানব ॥
কন্দর্প করিয়া দর্প বাণ যদি ধরে।
অনায়াসে ত্রিভুবন পরাজয় করে ॥

মহিলা। সেকি সই বলিস্ কি? মুনিঋষিগণ যাঁরা বড় জ্ঞানি, তারাও তার বাণে মুগ্ধ হয়?

মাধবী। তার আশ্চর্য্য কি?

পুরাণ প্রবন্ধে শুনি, বিশ্বামিত্র মহামুনি,
যিনি তপোধনের প্রধান।
বিদ্যাধরী মেনকার, রূপ হেরি চমৎকার,
তিনিও ধরিতে তারে যান ॥
সর্ব্বদেব পুরোহিত, হিতাহিত সুবিদিত,
বৃহস্পতি সদা ধর্ম্মে রত।
ভেয়ের রমণী পেয়ে, নিজ ধর্ম্ম পাসরিয়ে,
হন তার সঙ্গমে উদ্যত ॥
বয়সে প্রবীণ অতি, পরাশর মহামতি,
দাশ কন্যা করেন্ দূষণ।
শুনি সখি একি রঙ্গ, অত্রি করে মৃগী সঙ্গ,
স্মরের এমন শরাসন ॥
শচীপতি দেবরাজ, শুনলো তাহার কায,
লাজ নাই দেবতা হইয়া।

কুটীরে না হেরে মুনি, প্রবেশিল সে অমনি,
রঙ্গ করে অহল্যারে নিয়া ॥
বিধাতা হইয়া কামী, আপন তনয়া গামী,
সূর্য্য করে বড়বা লঙ্ঘন।
গুরু পত্নী হরে ইন্দু, ধরেছে কলঙ্ক বিন্দু,
আছে দেখ তার নিদর্শন ॥

সই, সেই পোড়া মদন সব পারে, তার অকার্য্য কিছুই নাই।

মহিলা। তাকে কি কেউ শাসন কত্তে পারে না?

মাধবী। কখনই কেহ পারে নাই, কিন্তু একবার মহাদেব সেই কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে ছিলেন।

মহিলা। খুব্ করে ছিলেন। একেবারে মেরে ফেল্লিয় ভাল হতো।

মাধবী। হাঁ, একেবারেই নষ্ট করে ছিলেন, কিন্তু তাহার স্ত্রী রতির বড় করুণ রোদন শুনিয়া তাকে আবার প্রাণ দান দেন।

মহিলা। হাঁ দিতে পারেন্, লোকে তাঁহাকে আশুতোষ কহে।

মাধবী। সে কন্দর্প তদবধি সেই ভয়ে আর পুরুষের নিকটে যায় না, কেবল অবলা স্ত্রীজাতির প্রতিই দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে! বিশেষত বিরহিণী দেখিলে তাহার অধিক প্রতাপ প্রকাশ পায়। অতএব আমি

কান্ত বিহীনা সুতরাং তাহার দুঃসহ বাণে দেহ দাহ হইতেছে, আর আমার দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিস্?

মহিলা। তুই ভাই আপনার রূপের গৌরবেই ম-চ্চিস্, তোর উপযুক্ত কান্ত কি এ পৃথিবী মধ্যে নাই? এতো লোক আছে কেহই তোর কান্ত হইতে পারে না? আমার তেমন রূপ নাই ভাই, আমার কত শত কান্ত গড়াগড়ি ছড়া ছড়ি যাচ্চে।

মাধবী। মহিলে কি কহিলে? পরপুরুষাভিলাষ করা কুলকামিনী দিগের অতি অনুচিত। পতিব্রতোপাখ্যানে দেখিয়াছি "পতিসেবাই আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম"।

মহিলা। (সোৎসুকা হইয়া) অলো সই, পতি কি? কাকে বলে বল্‌না শুনি? আমরাতো কুলীনের মেয়ে, পুরাণ শুন্তে গে কথকের মুখে একবার পতি শব্দ শুনে ছিলাম, আর এই তোর কাছে শুন্চি, কখনতো দেখি নাই সে কেমন!

মাধবী। যে পুরুষ যাহাকে বিবাহ করে সেই তার পতি। কেন সখি তোর কি বে হয় নাই?

মহিলা। হাঁ, অনেক কাল হলো আমার বে হয়েছিল বটে, তা সে যিনি বে করে ছিলেন সেই তিনিইকি আ-মার পতি?

মাধবী। হাঁ সখি, সেই তোর পতি।

মহিলা। সে আমার পতি তো নয়, সে কেবল অধ-র্ম্মেই পতিত।

মাধবী। কেন ভাই এমন কথা বলিস্ ?

মহিলা। বলি কেন, বলি সে তো আমার নয়ন পথে কখন পতিত হলো না, তাহাদ্বারা দুঃসহ যৌবন যাতনা হইতে তো নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি? তাকে পতি বল্‌বো কেন ?

মাধবী। (সপরিহাসে) তবে কাকে বল্‌বি বল ?

মহিলা। কেন ? বল্‌বার আবার ভাবনা কি ? কতো লোক আছে। আমিতো তোর মত নৈ, কেন হবো ? লোকে বলে "আগ ফুরালে আর্‌সি, যৌবন ফুরালে কাঁন্দে বসি" এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাব ? তুইও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস্ ?

মাধবী। মহিলে কি কহিলে ? কুলকামিনী দিগের পুরুষান্তর অভিলাষ করা বড়ই মন্দ। যদি বিধি নিরবধি সেই গুণনিধিকে বঞ্চিত করেন্, কি করি ! এই অকিঞ্চিৎকর যৌবন ভার চিরদিন কি সঞ্চিত থাকিবে ? কখনও কালের মুখে পড়িবে না ? না পড়ুক, পরপুরুষের প্রতি কদাচ দৃষ্টি প্রদান করিব না।

মহিলা। তোর ভাই যেমন্ কথা,—'পরপুরুষ আপনপুরুষ' কি লো ? পুরুষ হলেই হয় আমি যা বুঝি।

আপনার বল কারে, আপন নাহি সংসারে,
শুন সই বলি কিছু সার।
সকলি জেন লো পর, পর বিনা হিতকর,
কেহ নহে কদাচ কাহার ॥

জন্ম হয় পর ঘরে, বিবাহ্ করিয়া পরে,
পরে দেশান্তরে নিয়া যায়।
পরঘরে হয় বাস, পর দ্রব্যে অভিলাষ,
পরবৈ কে কারে কোথা পায় ॥
পরে প্রেম করে দান, পর প্রতি অভিমান,
হয় সবে পর সুখে সুখী।
পরদুঃখে দুঃখ পায়, পরের প্রেমের দায়,
পরস্পর দেখ বিধুমুখি ॥
অমূল্য যৌবন ধন, পরে হবে বিতরণ,
পরনিয়া থাকা চির দিন।
পরের সঙ্গের সঙ্গী, পররঙ্গে সদা রঙ্গী,
দেখ সখি পরে পরাধীন ॥

শুন্‌লি, আর কেন ? এখন আয়্ আমার সঙ্গে।

মাধবী। সখি লোকে বলে "কুকর্ম্ম করিলে পর-কাল যায়," তাই ভাবি, অল্পকালের নিমিত্ত পরকালটা নষ্ট করিব ?

মহিলা। (হাস্যমুখে) মাধবি তোর বোধ নাই "পর-কাল পরের কথা" তা বলে কি এখন উপস্থিত সুখে বিমুখ হওয়া যায় ?

মাধবী। হাঁ তাও বটে, কিন্তু আপাতত এই যে পোড়া পাড়ার লোকে অখ্যাতি করিবে তার কি করি দিদি ?

মহিলা। কে জান্তে পারিবে ? তুইও যেমন বোন্।

মাধবী। প্রথমে নাই জানুক, কিন্তু 'গর্ভ হয়' তবেই বিভ্রাট্।

মহিলা। বিভ্রাট্ কি ? 'তা হয় অপূর্ব্ব একটী মুখুয্যা হবে'।

মাধবী। ছি সখি, সে কেমন ? লোকে হাসিবে, তার অপেক্ষা ও কর্ম্ম করাও তো ভালো ?

মহিলা। ভালো বটে, কেন কর্ব্বি ? এতেই লোক নিন্দা কি ? কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন কে আছে ? আমি দুইবার ওকর্ম্ম করে ছি বটে, এখন আর হলে কখন কর্ব্বো না।

মাধবী। ভাই, মা বাপ্ কিছু মনে কর্ব্বে না ?

মহিলা। (হাস্য মুখে) তুই বড় নেকা, তাঁরা কি জানেন না ? যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন। তা যা হৌক, আমি এখন যাই ভাই।

মাধবী। (সকরুণবাক্যে) দাঁড়া দিদি, যদি সব বলি্য তবে একটা কথা বল, এখন আমি কি করি ?

মহিলা। (সভ্রূভঙ্গে) আমার সঙ্গে শ্রীহরি, আর কি করি ?

মাধবী। তুই আমায় রক্ষা না করিলে কে করিবে। চল তোর সঙ্গে যাই, যা করিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

[জাহ্নবী ও শাম্ভবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। অলো শাম্ভবি, একি শুন্তে পাই লো, সত্যি সত্যিই নাকি ‘বে’ ?

শাম্ভবী। হাঁ দিদি, বুঝি সত্যিই হলো গো, সব উদ্যুগ হচ্চে দেখিলাম্।

জাহ্নবী। হায় কি বলিব !

নির্ব্বাণ হইলে দীপ করে তৈল দান।
পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান॥
যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান।
মিথ্যানয় লোকে কয় এতিন সমান॥

তাই এখন বিবাহ হলে কি হবে ?

যখন সে সরোবর তুল্য কলেবর।
নির্ম্মল লাবণ্য জলে ছিল মনোহর॥
চিক্কণ চিকুরচয় শৈবাল সমান।
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ সদা বিদ্যমান॥
কুচ কুমুদের কলি বদন কমল।
তৃষিত পথিক মন মধুপ চঞ্চল॥
নয়ন শফরী প্রায় কটাক্ষ মরাল।
সুশোভিত ভুজযুগ মৃদুল মৃণাল॥

যৌবন জলদ কাল অতীত দেখিয়া।
অমনি সে সরোবর গেল শুকাইয়া॥
এখন আইল পান্থ সন্তাপ পাইয়া।
উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া॥

শাম্ভবী। হোক্ না, দেখা যাকু।

জাহ্নবী। তোর বরং হয় হোক্, আমার কি আর 'বের' সময় আছে? আমি অন্তদন্ত হীন হয়েছি, এখন 'তীর্থে' যাওয়াই উচিত।

গায়ে দিয়া নামাবলি, মুখে হরি২ বলি,
চলে যাব নানা তীর্থ স্থান।
দেব দ্বিজে যথা শক্তি, পূজিব করিয়া ভক্তি,
মুক্তি পথ করিব বিধান॥
এবার সেথোর সাথে, যাইয়া ক্ষেত্রের রথে,
জগন্নাথ করিব দর্শন।
পরে বারানসী বাস, করেছিনু অভিলাষ,
বুঝি তার হইল খণ্ডন॥

ভাল শাম্ভবি, এখন কি আমি 'শিংভেঙে বাছুরের পালে মিষ্‌বো?'

শাম্ভবী। দিদি, ক্ষতি কি? হলোই বা।

জাহ্নবী। ছি! ছি! বলিস্‌নে২! লজ্জা করে।

হেন কথা কেবা কোথা কবে শুনিয়াছে।
বুড়োমাগী বাসরে আসর করে আছে॥
পোড়া মুখে আসে হাসি একথা শুনিয়া।
কেমনে বাসরে শুয়ে রব বর নিয়া॥
বাঁধিতে হইবে নাকি খোপা পাকা চুলে।
দাঁত গেলো মিষি কি ঘষিব দন্তমূলে॥
আহা কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই।
হায়রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই॥

অলো শাম্ভবি, সে যা হৌক্, কামিনী কোথায়, কিশোরীই বা কোথায়, জানিস্? আমিতো অনেকক্ষণ তাদের দেখিনাই।

শাম্ভবী। এখনকার মেয়ে ছেলের কথা কি বল্‌বো দিদি! শুন্‌লেম তারা নাকি বর দেক্‌তে গেছে।

জাহ্নবী। মরণ্ আর কি, না দেক্‌তে গেলে হয় না?

[কামিনী ও কিশোরীর প্রবেশ]

কামিনী। অলো কিশোরি—দেক্‌তে পেয়েছিস্ কি?

কিশোরী। দিদি দেখিছি৩ (করতালি প্রদান)

কামিনী। বল্‌না বৌন্? কেমন—কি কচ্যে—কোথা আছে।

কিশোরী। কি বল্‌বো দিদি, তোর চর্ম্ম চক্ষের সার্থক হলো না!

দেখিলাম বাসায় বসিয়া আছে বর।
প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর॥
রূপের কি কব কথা অতি অপরূপ।
ভুবনে তাহার কেহ নহে অনুরূপ॥
সিদ্ধিতে নাহয় সিদ্ধি আকিঞ্চন গাঁজা।
ঢুলু ঢুলু আঁখি মুখে উঠিতেছে গাঁজা॥
শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুন।
গুণের মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ॥
গঙ্গাকে ধরিয়া শাদা হয়েছে কি কেশ।
এবর সে দিগম্বর খেপা ব্যোমকেশ॥
তমাক টানিয়া মরে কাশিতে২।
বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে॥
মরণ পোঁড়ার মুখো কেনবা এসেছে।
চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা ভুলিয়া বসেছে॥

শুন্‌লি বরের কথা আর 'বেতে' সাধ আচে দিদি ?

কামিনী। তুই বুঝিস্‌নে—হওয়া ভাল রে।

কিশোরী। আমাদের যা হোক্‌, বড়দিদির কি কপাল ?

কামিনী। কেন লো ? তার কি হয়েচে ?

কিশোরী। (নিকটে দেখিয়া সপরিহাসে) হাঁ, এই যে নাম কত্তে না কত্তে বড়দিদি, সেজদিদি, দুজনেইএয়েচে।

জাহ্নবী। কিলো কিশোরি, কি বল্‌চিস্‌ বল্‌ না শুনি ?

কিশোরী। বড় দিদি, বলি এমন কিছু নয়, তোর কথাই বল্‌চি, বলি তোর কি কপাল !

জাহ্নবী। কেন লো, আমার আবার কপাল কেমন ?

কিশোরী। (করতালি প্রদান পূর্ব্বক) এই "যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী" মিলেচে ভাল ।

শাম্ভবী। (জাহ্নবীকে অধোমুখী দেখিয়া) তা চল্‌ না ভাই, ঘরে গে বাবাকে বলি 'এমন বে কি না দিলেই হয় না !

কামিনী। বাবা কি কর্ব্বে ভাই ? তাঁর দোষ কি ? সেই বল্লালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া।

শাম্ভবী। সে কি ? ও কথা বলিস্‌নে বাবারই সব দোষ; তিনি কেন কুলের কাঁটা ফেলে যোগ্যবরে আমাদিগকে দিলেন্‌ না ; তা যাহোক্‌ বড়দিদি এ বের ফল কি বল দেখি শুনি।

জাহ্নবী। ফল নাই এমন কথা ! দ্বাদশীর দিন প্রকালেই নারিকেল, শশা, কলা, কতোফল আছে।

শুনিতে পারি না আর ঘরে যাই চল
এ বিয়া হইলে মাত্র একাদশী ফল॥

[সকলের প্রস্থান।

J

[বিরহিপঞ্চাননের প্রবেশ]

বিরহি। এই যে বেলা অবসন্না হইয়াছে। এক্ষণ ভগবান্ মরীচিমালী বিশ্বসংসার ব্যাপিনী কিরণ মালাকে সংহরণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,—সূর্য্যদেব জলধি বলয়িত বসুন্ধরামণ্ডল বেষ্টন করিয়া পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আতিথ্যাভিলাষে কি পশ্চিমাচল চূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন? একি আশ্চর্য্য! যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণিদিগের দর্শন পথাতীত ছিল, তাহা এক্ষণ সুদৃশ্যভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সুশোভিত করিতেছে। (সবিস্ময়ে) এই যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে২ আরক্তবর্ণ হইল! এই কমলিনীনায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে অনুরাগ রাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মানস মন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভাবি বিয়োগ ভাবনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইবাতে ঐ সঞ্চিত অনুরাগ রাশি গলিত হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহাতেই কি আদিত্যমণ্ডল আরক্তবর্ণ হইতেছে? এই যে রবিমণ্ডল পশ্চিম সিন্ধুসলিলে পতিত হইল!

অতিরক্তবপুঃস্খলদ্গতি র্ব্বসুহীনো বিগতাম্বরোরবিঃ। পততি প্রতিবারি বারুণী বহুসেবাফলমেতদেবহি॥

শরীর লোহিত বর্ণ স্খলিত গমন।

বসু* হীন হলো রবি করি বিতরণ ॥
অম্বর† ত্যজিয়া পড়ে জলধির জলে।
কেবল বারুণী‡ বহু সেবনের ফলে।

অতি বেগে সূর্য্যমণ্ডল সুদূর গগনতল হইতে জল-মধ্যে পতিত হইলে তাহার অভিঘাত জন্য সমুত্থিত জল বিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে ?

অয়মেতি বিস্তৃতকরঃ পুরতোদ্বিজরাজইত্যতি-
ভয়াৎ কৃপণঃ। বিরলীবভুব রবিরাত্তবসু-
র্নহি যাচকেঽভিমুখতা সুলভা ॥
দ্বিজরাজ§ সমাগত কর‖ প্রসারিয়া।
দেখি বসু¶ নিয়া রবি গেল পলাইয়া ॥
একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয়।
কৃপণ যাচকে দেখি সংকুচিত হয় ॥

জগতীতল এক্ষণ অস্মাদৃশ বিয়োগি ব্যক্তির হৃদয়ে নিজতাপ সমূহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং সুশীতল হই-ল!? অহহ ! বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই ! যিনি নির্ম্মল কাবেরী বারিপূরে আপ্লুত হইয়া পরম

---

* কিরণ ও ধন। † আকাশ ও বস্ত্র। ‡ পশ্চিমদিক্ ও মদ্য। § চন্দ্র ও ব্রাহ্মণ। ‖ কিরণ ও হস্ত। ¶ কিরণ ও ধন।

পবিত্র হইয়াছেন,—যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণ-গ্রহণাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমুপার্জ্জন করিয়াছেন,—যাঁহার লোকত্রয়-চমৎকারি ধীরত্ব,—এবং যিনি জগতের প্রাণস্বরূপ, তিনিও মাদৃশ ব্যক্তির প্রাণ প্রয়াণে প্রয়াসী হইয়া অক্লেশে প্রচুর ক্লেশ প্রদানে উদ্যত!

পিকবর। তুমি মিষ্টভাষিতাদি—গুণে ভূষিত হইয়াও আমারদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে—সপক্ষ হইয়াও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ—অথবা তুমি বনচর, সামাজিক নহ, তোমার হিতাহিত বিবেচনা কি?

হে মীনকেতন—তোমার এমন বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তি কেন, তোমার যে নিজ নিকেতন মাদৃশ বিয়োগি-মানস, তাহারই বিনাশে উদ্যত হইয়াছ। জান না যদি ঐ মনোমন্দির ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তুমি স্থানভ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইবে; বিশেষতঃ তুমি নিজ দেহ দাহ জনিত দুঃখ স্বয়ং অনুভব করিয়াও যে পরদেহ দহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্য!

ভাল মন—তোমাকেই অনুযোগ করি, তুমি শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথেয় বা সহচর সাপেক্ষ নহে,—তোমার পরাধীনতা নাই তথাপি তুমি কেন সেই সুলোচনা গোচরে গমন করিতেছ না? অথবা প্রিয়তমা ব্যতীত তুমি অবস্থান করিতে কদাচ পারগ নহ তুমি অবশ্যই সে স্থানে গমন করিয়াছ, ইহা নিশ্চিত রূপে প্রতীয়মান হইল।

হে অন্তঃকরণ,তুমি সেই রম্ভোরু সম্ভোগে সদা সন্তোষি রহিয়াছ কিন্তু এই সহভব, সহবর্দ্ধমান, পরমপ্রেমাস্পদ এবং তোমার বিরহে অহরহ ম্রিয়মাণ যে এই শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই অচির পরিচিত চারুলোচনার অনুগমনে তুমি কি নিতান্ত নিন্দনীয় হইতেছ না ?

সেই ইন্দীবরাক্ষীর অপ্রত্যক্ষে নয়ন যুগলে জলধারা গলিত হইতেছে,তাহার পীযূষ সদৃশ মধুরালাপ শ্রবণাভাবে কর্ণকুহর ক্লেশ পাইতেছে, এবং তাহার পরীরম্ভ সম্ভোগ না থাকায় কায় যষ্টি সাতিশয় শীর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু মন, তুমি সে রঙ্গিণীর সততসঙ্গি হইয়াও যে প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিতেছ তাহা আশ্চর্য্য ! বিশেষতঃ সঙ্গমাবস্থা অপেক্ষা বিয়োগাবস্থাতেই তুমি সুখি ;—সকল ইন্দ্রিয়গণকে বঞ্চনা করিয়া এক্ষণ তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ-মধুরালাপ-লহরীশ্রবণ,—অধর-সুধাস্বাদন,— সুগন্ধি-নিশ্বাস সমীরণাঘ্রাণ—এবং সেই অনন্যাদৃশ সুশীতল-শরীর স্পর্শ ইহা সমস্তই তুমি অনুভব করিতেছ তবে তোমার ক্লেশ কি ? অথবা তুমি নিতান্ত লঘ প্রকৃতি,অনুযোগ যোগ্য নহ।

বিধাতাকেই ভর্ৎসনা করা বিধেয়। ভো ভগবন্ বিধাতঃ, তুমি কি হেতু আমার ললাটপট্টে নিষ্ঠুরাক্ষর বিন্যাস করিয়াছ ? আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই, ! নিরপরাধে ক্লেশ দেওয়া বিবেচকের কর্ম্ম নহে !

[বিবাহবাতুলের প্রবেশ]

বিবা। কেহে তুমি? বিধাতার বিবেচনার কথা ক-হিতেছ, তাহার কি বিবেচনা আছে ? থাকিলে সে আ-পন সৃষ্টি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইত না! তাহার প্রজা পালন করা দূরে থাকুক, সে তাহাদিগের ভূরিং ক্লেশ ধার্য্য কবিয়াই অনার্য্য বল্লাল রাজাকে রাজ্য দিয়াছিল, বিবেচনা থাকিলে কি এমন হইত ?

বিরহি। কে হে, বন্ধু নাকি ?

বিবা। হাঁ ভাই, যাবে কি ? চল না যাই।

বিরহি। কোথা হে ?

বিবা। কুলপালকের বাড়ী, বিবাহ নিমন্ত্রণে।

বিরহি। না ভাই, আর বিবাহ দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বিবা। দেখিতে যাওয়া ভালো হে, যদি প্রজাপতির গন্ধ গায়ে লাগে।

বিরহি। আর ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় পূর্ব্বক সেই বিবাহ-বিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।

বিবা। ভাই বুঝনা, তবু ভাল, হইয়াছে তো, আমার যে এক বারও হইল না।

এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক্।
মারিব বল্লালে ঝাঁটা ভাবিয়াছি ঠিক্॥

কাণা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ ।
তবু গর্ব্বে গর্ব্বে মোর হইবে সম্বন্ধ ॥
পেটে থেকে পড়িয়া করিব গিয়া বিয়া ।
সংসারের সুখ হবে গৃহিণীকে নিয়া ॥
খাড় নাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আস্বাদ ।
দেখিতে হইবে ভাই মনে বড় সাদ ॥

বিরহি । (তৎ কথায় বিরক্ত হইয়া) ভাই রাত্রি হইল,ক্রমশঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গাঢ়তরতিমিরাবগুণ্ঠিত হই-তেছে ।

কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি ।
মানিনী হইয়া মুখ মুদিল অমনি ॥
নিশাকর নিজ করে প্রকাশিত করে ।
তথাপি আবৃত ক্ষিতি তিমির অম্বরে ॥

আহা ! বন্ধো ! দেখ দেখ, এই প্রদোষ কালে দোষাক-রের উদয় হওয়াতে কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে ! বাসর গৃহাগত বরপাত্রের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি কুলকামিনীকুলের ন্যায় তারাগণ নিশাকরকে সুশোভিত করিতেছে !

বিবা । বন্ধো, তুমি বিবাহ দেখিতে যাইবে না, ? তবে আমি চল্‌লেম্‌ ।

[বিবাহ বাতুলের প্রস্থান ।

বিরহি। (স্বগত) সায়ং সন্ধ্যা বিধি সমাপিত হই-য়াছে (শঙ্খ বাদ্য শ্রবণ করিয়া) শুনিলাম কুলপালকের কন্যাদিগের বিবাহ, তাহারি বুঝি শঙ্খবাদ্য। যাহা হউক সে অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি, আমি এক্ষণ স্ব-স্থানে প্রস্থান করি।

[বিরহিপঞ্চাননের প্রস্থান।

[কুলপালক ও ধর্ম্মশীলের প্রবেশ]

কুল। পুরোহিত মহাশয়, বুঝি বর আসিতেছেন, আপনি সত্বর অগ্রসর হইয়া আনয়ন করুন্। আর যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিষম্বাদ না হয়,দেখিবেন।

ধর্ম্ম। হাঁ আমিই যাই বটে, তুমি বরসজ্জ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সম্প্রদান স্থানে অবস্থান কর।

ধর্ম্ম। (বাটীরবাহিরে গমনোদ্যত হইয়াই) এই যে আসিতেছেন!

আয়াতি জাতিনিরপেক্ষকুলাবলম্বী ধর্ম্মানুপে-
ক্ষ্য চ ধনে পরমার্থবোধঃ। দুর্দ্দর্শনো গত
বযাঃ শতশো বিবাহবাণিজ্যদীক্ষিতমতি
র্ব্বরএষ তূর্ণং॥

জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে।
ধর্ম্মেতে অরুচি রুচি কেবল ধনেতে॥

দেখিতে কুৎসিত বুড়ো বিবাহে লালসা।
এই বর রঙ্গ স্থলে আসিল সহসা॥

কুল ও ধর্ম্ম উভয়ে। আসিতে আজ্ঞা হয়, আসুন্২।

[বরের সহিত অনৃতাচার্য্যের প্রবেশ, আসনে সকলের উপবেশন]

ধর্ম্ম। (স্বগত) এই বর! কুলপালক ইহাকে কন্যা দিবে, তাহাতেই কুলরক্ষা হইবে! হে বল্লাল, লোকে তোমাকে যে 'কলির চেলা কহে' তাহা যথার্থ। হে ভগবন্ জগদীশ্বর! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে এতাদৃশ দুরবস্থা গ্রস্ত হইল!!!

[অভব্যচন্দ্রের প্রবেশ]

অভব্য। ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ। (উপবেশন)।

ধর্ম্ম। আপনি কে?

অভব্য। আমি পুরুত।

ধর্ম্ম। কাহার পুরোহিত আপনি?

অভব্য। ঐ যাঃ! নাম ভুলে গিছি! (চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ, মহাশয় বলিতে পারেন্ ঐ যে মেয়েরা যাতে চাইল ঝাড়ে তার নাম কি?

ধর্ম্ম। কুল।

অভব্য। হাঁ হাঁ, ঐ বটে, ঐ ব্যক্তিই আমার যজমান, তার কি এই বাড়ি?

ধর্ম্ম। কুল কি ? কুলপালক;—সে এই বটে, সে যে আমার যজমান।

অভব্য। কি ? সে আমার যজমান।

ধর্ম্ম। আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি।

অভব্য। আমি তার কুল, ডালা, ধুচনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি।

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) পরিহাস কর যে ? তুমি কোন সম্পর্কে পুরোহিত ?

অভব্য। মাতামহ সম্পর্কে আমি পুরোহিত।

ধর্ম্ম। কি রূপ ?

অভব্য। কিরূপ আবার কি ? আমার মাতামহঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া গঙ্গাস্নানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে করে।

ধর্ম্ম। এ অতি অসঙ্গত কথা !

অভব্য। কিসে অসঙ্গত হলো ?

ধর্ম্ম। কাহার মাতামহ কাহার শ্বশুরের গ্রামে কখন গমন করিয়াছে ইহাতে যে সে তাহার যজমান হয় ইহার প্রমাণ কি ?

অভব্য। "মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশাননঃ" এই শাস্ত্রই প্রমাণ !

ধর্ম্ম। এ বচনের অর্থ কি ?

অভব্য। অর্থ থাকিলে কি যজমানের দ্বারে আসিতাম্ ?

ধর্ম্ম। (হাস্য মুখে) আপনার নাম কি ?

অভব্য। শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

ধর্ম্ম। আপনি তো পণ্ডিত ভাল, উপাধি কিছু আছে?

অভব্য। হাঁ আছে বৈকি, উপাধি 'জগন্নাথ তর্কপ-ঞ্চানন'।

ধর্ম্ম। 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' উপাধি? সে আবার কেমন্? 'নাম শুদ্ধ বলুন্ দেখি?

অভব্য। (উচ্চৈঃস্বরে) 'শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা জগ-ন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শুনিলেন?

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) হাঁ শুনা গেছে, আমি কালা নই। আপনার বাটী কোথা?

অভব্য। এখন বাটীর প্রয়োজন কি? যখন ডাইল খাই, তখনি তার দরকার।

ধর্ম্ম। বলি তা নয়, আপনার নিবাস কোথা?

অভব্য। আঃ, ওসব্ কথায় কায্ কি? পেটে বিদ্যে-সাধ্যে থাকে এসো, লাগা যাউক।

ধর্ম্ম। (সভ্রূভঙ্গে)। হাঁ, বিচার আচার করিতে পা-রেন্?

অভব্য। (সগর্ব্বে) পারবো না কেন? আচার পে-লেই বিচার হয়।

ধর্ম্ম। সে কেমন?

অভব্য। তবে শুনুন্।

পান্তাতে আচার পেলে বড় মজা হয়।

পর্ষ্টি ভাতে পাতিলেবু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
কড়কড়ো হলে কাঁচা তেঁতুলের ঝোল।
তপ্ত ভাতে মজা বড়ো যদি মিলে ঘোল॥

ধর্ম্ম। (উচ্চ হাসে) বা, বা, উত্তম বিচার হলো।

অভব্য। একবারেই যে, "বাবা" বল্যে গাছে না উট্‌তেই এক কাঁদি"।

ধর্ম্ম। হাঁ, আবার রসিকতাও যে আছে ? আপনি কিছু পড়ে শুনে থাকেন্?

অভব্য। (সগর্ব্বে) কিছু কেমন ? রেতে পড়ে থাকি, দিনে শুনে থাকি।

ধর্ম্ম। কোন্ শাস্ত্র জানেন্?

অভব্য। সব রকম, কি না জানি ;

ধর্ম্ম। ব্যাকরণ, সাহিত্য, কিছু বলুন্, শুনা যাউক, এওতো বিবাহের সভা।

অভব্য। হাঁ বলা ভাল বটে, বিদ্যা যতো প্রকাশ হয় সেই লাভ, কিন্তু বুঝে এমন লোক কে ?

ব্যাকরণে মোর বিদ্যা বুঝিবে কি পরে।
ভবতি পচন্তি পেটে গজ গজ করে॥
ষত্বে নাই স্বত্ব মোর নত্ব তে অণত্ব।
আঙ্ক আঙ্ক সিদ্ধিফলা কেবা করে তত্ত্ব॥
যে করে বিচার তার বুদ্ধি লোপ করি।

খ্যাত আছি শব্দ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী ॥
কাব্যেতে অভব্য নাম দেখ মোর আছে ।
শ্লোক পড়ি হাড়ি মুচি চণ্ডালের কাছে ॥
অলঙ্কার শাস্ত্রে বিদ্যা বলিব কি বল ।
আমি নাহি ছুঁই পরে ব্রাহ্মণী সকল ॥
কবিতা করিতে শক্তি অতি অনুপাম ।
বাবা কেন না রাখিল কালিদাস নাম ॥
কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুষ্পদ ।
মিলাইয়া দিই তাহে আমি চতুষ্পদ ॥
পাষণ্ড পণ্ডিত আমি নানা শাস্ত্র জানি ।
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই দেখ অনুমানি ॥
গোবধে ছপণ কড়ি ব্যবস্থা আমার ।
অবিচারে কেবা পারে হেন শক্তি কার ॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে মোর বিদ্যা আছে ভারি ।
এক হতে দশ অঙ্ক গণে দিতে পারি ॥
অনায়াসে দেখে বলি গর্ভবতী হাত ।
হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্ভপাত ॥
ন্যায়েতে অন্যায় বিদ্যা বিদ্যমান আছে ।
ঘটত্ব পটত্ব ভয়ে নাহি এসে কাছে ॥

গর্ব্বেতে পর্ব্বত ধূমে করো অনুমান।
কপালে আগুন মোর আছে বিদ্যমান॥

ধর্ম্ম। (হাস্য মুখে) আপনি অতি উত্তম পণ্ডিত। পুরাণে কিছু দৃষ্টি আছে কি?

অভব্য। পুরণো নতুন সকলি পারি।

ধর্ম্ম। পারেন্ কেমন্?

অভব্য। বলি আপনি তো নতুন চাইল পুরণো চাইলের কথা বল্‌চেন?

ধর্ম্ম। না না, তাহা নয়, পুরাণ শাস্ত্র (প্রাচীন বৃত্তান্ত) জানেন?

অভব্য। (সভ্রূভঙ্গে) পুরাণ ইতিহাস, তাই বলুন, আমি আর এটা বুঝে ছিলাম্।

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান।
কহ২ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন॥

ইতিহাস কিছু বলিব ?

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় ওই দেখলো সজনি ॥
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা ॥

ধর্ম্ম। আর বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, বুঝেছি ?

অভব্য। বুঝেছ তো মজেছ,—যে বুঝেছে সেই মজেছে।

ধর্ম্ম। কুলপালকের বাটীতে এসেছেন কি করিতে ?

অভব্য। কেন ? বে দিতে।

ধর্ম্ম। বিবাহ দিবার মন্ত্র জানেন ?

অভব্য। বিবাহ 'দিবার' মন্ত্র জানি না কিন্তু বিবাহ 'রাত্রের' মন্ত্র জানি।

ধর্ম্ম। হাঁ, তাই বলুন্ দেখি ?

অভব্য। বল্যে কি দেকেত পাবেন্ ? শুন্তেই পাবেন্।

ধর্ম্ম। (স্বগত) অভব্যের নিকটেও অভব্য হইলাম ! (প্রকাশে) তা বলুন্।

অভব্য। শুনুন্,—"প্রথমে সংকল্প। বিষ্ণুর্নমোদ্য ফলারে মাসি কাড়াকাড়ি পক্ষে পুট্‌লি তিথৌ গোলমাল গোত্রস্য শ্রীমোণ্ডাচন্দ্র———"।

ধর্ম্ম। হয়েছে২, আর বল্‌তে হবে না,এতো সংকল্প— তার পর ?

অভব্য। তার পর মেয়ে গুলো নাইয়ে এনে “ যম-দ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। এবং শ্মশানান-লদগ্ধোসি পরিত্যাক্তোসি বান্ধবৈঃ” ইহা বলিয়া বি-বাহ দিবে।

ধর্ম্ম। হাঁ, এই বের এই মন্ত্রই বটে। আর কিছু আছে ?

অভব্য। পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশী-র্ব্বাদ করিবে “ সর্ব্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ। সর্ব্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অল্পায়ুর্ভব সম্প্রতি”।

তর্ক। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয়, ইনিই এ বিবা-হের পৌরহিত্য কর্ম্মে উপযুক্ত, আমাদের এস্থানে থা-কায় আর প্রয়োজন কি ?

ধর্ম্ম। ভাল বলেছ, চল আমরা গৃহে যাই।

কুল। (পুরোহিতের গমনোদ্যম দেখিয়া) না মহাশয়, যাবেন্ কেন ? আমার অদৃষ্টাধীন উনি এসেছেন, ভালই, আমি উঁহাকে স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিব; বিবাহ নির্ব্বাহ না হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না।

ধর্ম্ম। ভাল, তোমার কথায়ই থাকিলাম।

কুল। মহাশয় যদিও আমাদিগের জাতিতে বিবাহ বিষয়ে কৌলীন্যই অপেক্ষণীয় বটে তথাপি শিষ্টাচার দৃষ্টান্তে আপনি বরের পরিচয় লোন্।

ধর্ম্ম। (স্বগত) পরিচয় তোমার মাথা আর বল্লালের শ্রাদ্ধ। (প্রকাশে) হাঁ, উচিত বটে। কেমন হে, বাবাজী, লেখা পড়া কি করিয়াছ ?

————কৈ ? কিছুই যে বলেন্ না ? (স্বগত) বধিরতাও আছে না কি ?

অনৃ। আঃ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে কি বিষয় বুদ্ধি মাত্র থাকে না ? বিবাহ রাত্রে বর আর চোর—তুল্য ; আজি বর কি কোথাও কথা কয় ?

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) তুমি কেমন ঘটক হে ? পরিচয় লব না ?

অনৃ। অবশ্য—পরিচয় লবেন্ বৈতো নয়, আমিই পরিচয় দিতেছি, 'বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, ফ্লের মুখটী' আর কি পরিচয় ?

ধর্ম্ম। আমি, 'বিষ্ণুঠাকুর কি কৃষ্ণঠাকুর—ফুলের মুখটী কি ফলের মুখটী' তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, লেখা পড়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অনৃ। হাঁ লেখার বিষয়টা বিস্মৃতক্রমে হয় নাই বটে।

ধর্ম্ম। সে কি ! জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কি লিখিতে বিস্মৃত হয়, এ কেমন কথা ?

অনৃ। হবে না কেন ? বিধাতাই ভুলেছেন ;—তিনি যদি ইহাঁর ললাটে 'লিখিবার' কথা লিখিতেন, তাহা হইলে ইনিও 'লিখ্‌তেন,' তাঁহারি ভুল, ইহাঁর দোষ কি ? আর আপনি 'পাড়ার' কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তা যেথায় পড়ামেয়ের বে, সেথার বরের 'পড়ার' কথায় প্রয়োজন কি ?

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) বিলক্ষণ ! রূপগুণ সকলি ভাল !

অনৃ। (সভ্রূভঙ্গে) কিসে মন্দ ?

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) সব মন্দ।

অনৃ। মুখের কথা বলিলেইতো হয় না,—কি কি দোষ দেখান্।

ধর্ম্ম। শুন তবে।

অনৃ। বলুন্ আপনি।

ধর্ম্ম। 'দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায়।'

অনৃ। 'বিনাচক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায়।'

ধর্ম্ম। 'দেখিতেছি কিছুং আছে জলদোষ।'

অনৃ। 'এ দোষ ইহার নয় এযে জল দোষ॥'

ধর্ম্ম। 'উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল।'

অনৃ। 'দেখ দেখি কিবা শোভা দেখিতে এওল।'

ধর্ম্ম। 'বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ।'

অনৃ। 'শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ॥'

ধর্ম্ম। 'দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।'

অনৃ। 'যে বলে উহাকে কাণা তার চক্ষু নাই॥'

ধর্ম্ম। কুলের পতাকা রবে এ কর্ম্ম করিয়া।

অনৃ। (জনান্তিকে) 'দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দেও বিয়া॥'

ধর্ম্ম। (স্বগত) শাস্ত্রে লিখিত আছে "সর্ব্বঃ স্বার্থং সমীহতে"। সকলেই স্বস্ব প্রয়োজনানুসারে পর্য্যটন করে, বিশেষতঃ "পুরীষস্যচ রোষস্য হিংসায়া স্তস্করস্যচ। আদ্যবর্ণং সমাদায় ধাতা চক্রে পুরোহিতং"॥ বিধাতা পুরীষের 'পু' রোষের 'রো' হিংসার 'হি' আর তস্করের 'ত' এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া 'পুরোহিত' করিয়াছেন,

অতএব আমার এতো নিষ্ঠায প্রযোজন কি? অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভাল মন্দ আমার বিবেচনায় কার্য্যকি? আমিতো দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তা হলেই হলো। (প্রকাশে) ওহে কুলপালক, আর পরিচয়ের সময় নাই, লগ্ন উপস্থিত, কন্যাদিগকে আনয়ন করিয়া বিবাহ দেও, পরে পরিচয় হইবে।

কুল। যে আজ্ঞা, (কন্যানযন করিয়া বরকবে সমর্পণ)।

|নটের উক্তি|

বর দেখি রামাগণ করে গণ্ডগোল।
বিবাহ নির্ব্বাহ হলো হরি হরি বোল॥

ষষ্ঠঅঙ্ক।

সমাপ্ত।